উন্মাদ

Study Abroad

Australia, UK, Malaysia, USA, Canada, Singapore...

TPNL

The Professional Network Limited
(Previously Known as Gesa Bangladesh)
Sheba House (Ground Floor), Plot # 34, Road # 46
Gulshan 2, Dhaka 1212. Tel: 9863242
Mobile: 01711 32 32 55, 01911 808 808
e-mail us at: info@tpbd.net

www.tpbd.net

এই ম্যাগাজিনটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। ম্যাগাজিনটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

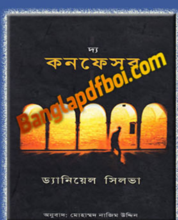

মার্চ ২০০৯

উন্মাদ

এ সংখ্যার, মানে মার্চ সংখ্যার

ডাবল মার্চ...

প্রথম প্রকাশ মে ১৯৭৮

বর্তমান প্রকাশ মার্চ ২০০৯

(এবার অঙ্ক করিয়া বাহির করুন কত বছর হইল। এবং আমাদের

উন্মাদ

স্যাটায়ার ম্যাগাজিন/ রেজিঃ নং-ডিএ ৬১২/ মার্চ ২০০৯
১৯৪/৪., ফকিরাপুল (১ম লেন) ২য় তলা, ঢাকা-১০০০, ফোন ৮৩৩১২৫১
habibunmad@yahoo.com unmadmag@yahoo.com
http://www.homeviewbangladesh.com

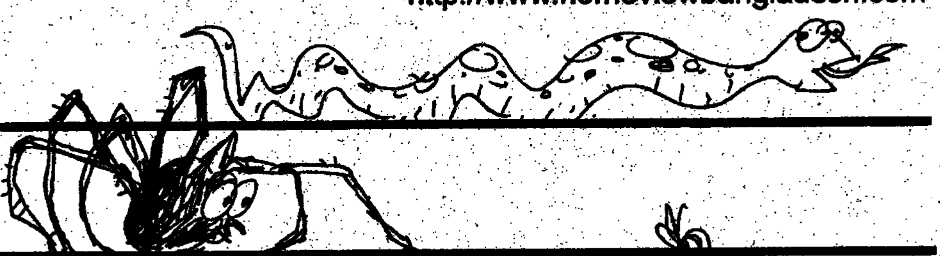

সম্পাদক/ প্রকাশক
আহসান হাবীব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

প্রশাসনিক

প্রধান নির্বাহী
সাজ্জাদ কবীর

সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান

সহকারী উন্মাদক
মারুফ রেহমান

জনসংযোগ উন্মাদক
মেহেদী হাসান খান

কম্পিউটার বিভাগ
জুননুনুর রহমান
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

বিদেশ প্রতিনিধি
(পোস্ট খালি নাই দায়িত্ব নিয়েছে টিনিয়া)

আর্ট ডিভিশন

নির্বাহী সম্পাদক
মেহেদী হক

সহযোগী উন্মাদক
শাহরীয়ার শরীফ
তারিক সাইফুল্লাহ

সহকারী উন্মাদক
নাসরীন সুলতানা মিতু

ওবায়েদ, শিখা , সাদিয়া, মিনার, তূর্য , জারীফ , সাদাত রুদ্র , সঞ্জীব, নূর আলম জিকু ।

রাইটিং ডিভিশন

নির্বাহী সম্পাদক
অনিক খান

সহযোগী উন্মাদক
ওয়াহিদ ইবনে রেজা
বন্দনা কবীর

সহকারী উন্মাদক
খালেদ সাইফুল্লাহ
স্পন্দন চৌধুরী

অর্পন দাশ গুপ্ত
মাকামে মাহমুদ, শফিকুল ইসলাম, আদনান, পরশ।

ওল্ড ইজ গোল্ড
কাজী তাপস, আজিজুল আবেদীন, মিজানুর রহমান কল্লোল, হাসান খুরশীদ রুমী, রোমেন রায়হান, মোকারম হোসেন, ইলিয়াস খান,

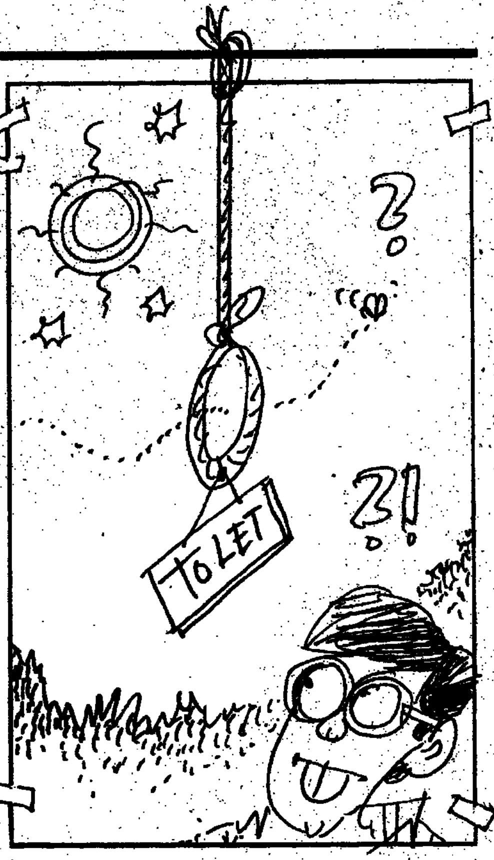

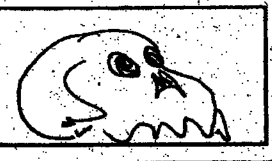

সকল প্রকার যোগাযোগঃ ০৩৭৭২০০৫০৬৬

উন্মাদে ব্যবহৃত সব চরিত্র নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের বা নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোন ফিচারের কার্টুনে , লেখায় বা ছড়ায় বা, কোন গ্রাফিক্যাল ইঙ্গিতে বা অন্য কোন ভাবে মিল খুঁজে পেলে, তা সম্পূর্ণ (১০০%) কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য। যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোন কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তাহলে তা তার একান্ত ব্যাক্তিগত চিন্তা বলে গন্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক/ প্রকাশককে বা এই পত্রিকার কাউকে কোন ক্রমেই দায়ী করা যাবে না। নেভার এভার !!

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ইস্তেয়াক হোসেন / কাজী খালিদ আশরাফ

HUB eBazaar

মাছ, মাংস, শাক-সব্জী - সব কিছুই এখন ইন্টারনেটে

www. hvbebazaar.com

মাস্ট কার্টুন

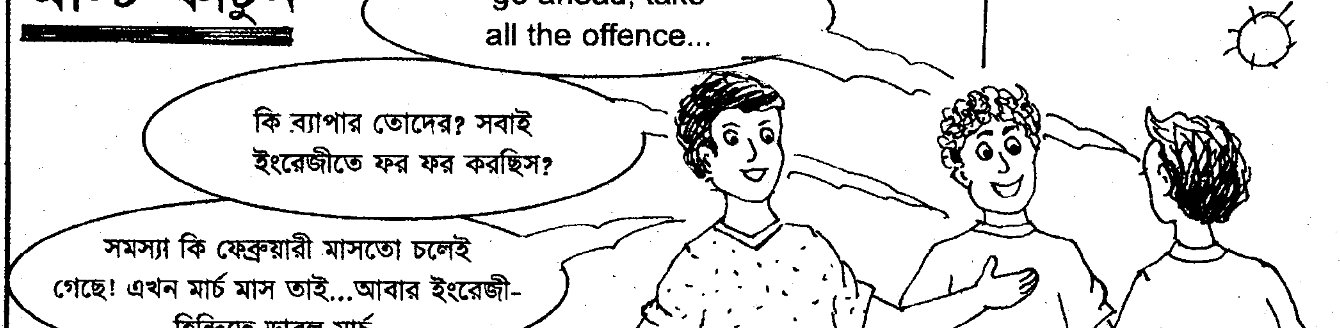

কার্টুন ০ প্রিয়াঙ্কা মতিন

আন্তর্জাতিক কার্টুন

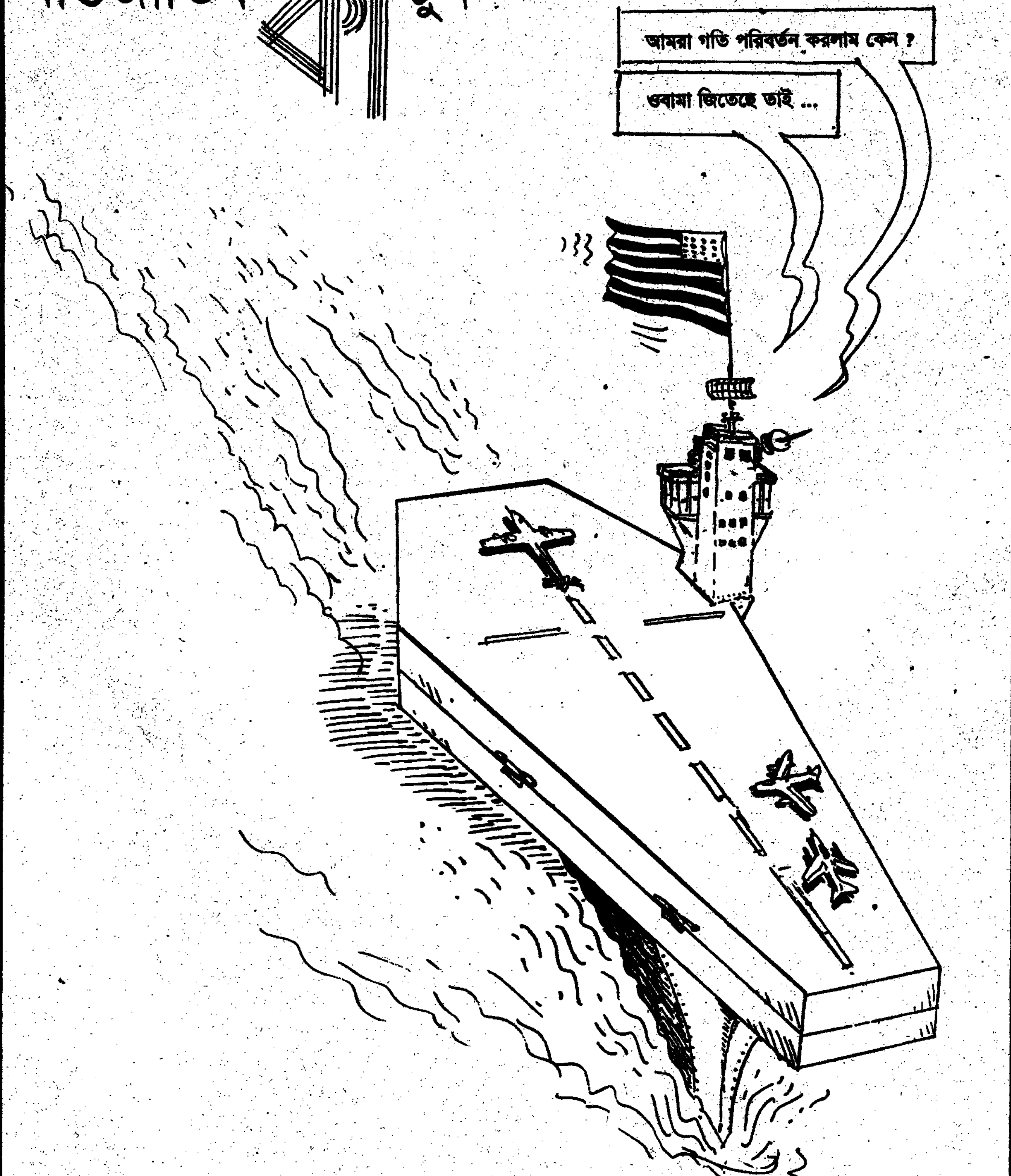

কার্টুন ০ শাহরীয়ার শরীফ

চিঠিপত্র
প্রেমপত্র
প্রাচীন ভূর্জপত্র
ও যাবতীয়
নথিপত্র...

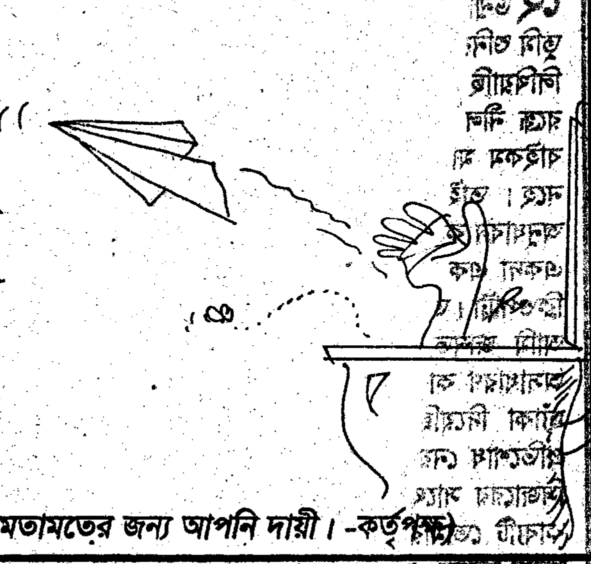

(বানান ভুলের জন্য আমরা দায়ী, তবে মতামতের জন্য আপনি দায়ী। -কর্তৃপক্ষ)

প্রিয় উন্মাদ

পত্রের শুরুতেই সালাম দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তবে শেষে দেয়ার চেষ্টা করব। অবশ্য চেষ্টা করার দরকার হবে না। আমি না চাইলেও শেষে দিতেই হবে কারণ আমার নাম সালাম।

তবে আমার নাম সালাম হোক কালাম হোক আর প্রেম শিকারী বালাম হোক, কথা সেটা না। কথা হচ্ছে আপনার নাম নিয়ে। আপনার নামের মধ্যের 'ন্মা' উল্টা কেন? আমি আপনার নতুন পাঠক তাই আমার মামাতো ভাই যে কিনা আপনার অতি পুরাতন জঙ্গি ভক্ত তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম এর কারণ। তিনি বললেন যে বেশ আগে আপনাদের সম্পাদক আহসান হাবীবের একটা সাক্ষাৎকারে নাকি পড়েছিলেন যে তিনি এই প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে আপনারা নাকি দেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এটা উল্টা লেখেন। এই জবাব শুনে আমি খুব মজা পেয়েছি কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো এতদিনেও কি আপনাদের চোখে দেশ সোজা হলো না?

আমার কি মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় আপনারা 'ন্মা' উল্টা লেখেন বলেই দেশ এখনও উল্টা চলছে। আপনারা যেদিন আপনাদের 'ন্মা' সোজা করবেন সেদিন দেশও সোজা হয়ে যাবে। আমাদের এই দেশ সুখ ও সমৃদ্ধির দেশ হবে। বাগানে ফুল ফুটবে, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া থাকবে ইত্যাদি।

কাজেই দয়া করে একবার দেখুন না নিজেরা সোজা হয়ে, আই মিন 'ন্মা' সোজা করলে কি হয়?

সালাম
মিরপুর, ঢাকা।

আপনার কথামত চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু 'ন্মা' সোজা করলে কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে। নিচে আপনার জন্য একটি স্যাম্পল দেয়া হলো। দেখে নিন। -সম্পাদক

০০০

উন্মাদ...

তুমি কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আম্রি ভালো আছি। তবে খুব বেশী ভালো নেই। কারন আজ যখন আমি এই চিঠি লিখছি তোমাকে তখনও বাসায় কারেন্ট নেই। এখন অনেক রাত। চার্জারের আলোতে বসে লিখছি। কিছুক্ষন আগে আম্মু এসে দেখে গেল আমি কি করছি। ভাগ্যিস কারেন্ট নেই। কারেন্ট থাকলে আম্মু বুঝে ফেলত যে আমি ক্লাসের পড়া লিখছি না, আসলে তোমাকে চিঠি লিখছি।

আচ্ছা তোমাকে চিঠি লিখলে সমস্যা কি বলো তো? কেন বকা খেতে হবে? তোমাকে চিঠি লিখতে হলেও তো অনেক চিন্তা ভাবনা করে আবার যেমন ধরো তোমাকে চিঠি লিখে কত টাকার কাগজ, কলম, কালি, খামের টাকার শ্রাদ্ধ করলাম এমন বিভিন্ন হিসাব মিলিয়ে দেখতে হয়। এটা কি অংক করার চেয়ে কম বলো? তাই দিনরাত অংক করলে যদি দোষ না হয় তাহলে তোমাকে চিঠি লিখলে দোষ কি? আমি এবার প্রথম ভোটার হয়েছি। নিজে ভোট দিয়ে দেশে গণতন্ত্র এনেছি। কিন্তু আমার এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? সরকার? বিরোধী দল? রাজাকারের দল? স্বৈরাচারের দল? কে? কে? কে?

মহুয়া বিনতে রহমান
সাত মসজিদ রোড
ধানমন্ডি, ঢাকা।

০৩০

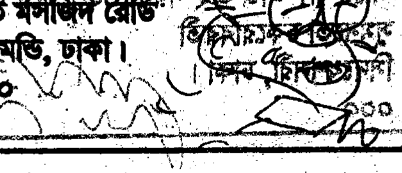

হে উন্মাদ

তুমি শুনিয়া খুশী হইবা যে আমি তোমার লাগিয়া একখানা কাব্য লিখিয়াছি। ইহা অতিমাত্রায় উচ্চবংশীয় কাব্য। এই কাব্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে নীল রক্ত বহমান। নহে নহে ইহা তোমাদিগর আইকম বাইকম মার্কা ছড়াকার অনিক খানের মত এসএমএস কাব্য নহে। তাই এই কাব্য পড়িয়া কুলসুম ফুলবানুরা এর মর্ম অনুধাবন করিতে পারে না। তবে আমার এই কাব্য পাঠ করিয়া একদা এক রোমান রমণী আমার প্রেমে পড়িয়াছিল তার নাম ক্লিওপাট্রা। তবে আমি অবশ্য তার প্রেমকে মূল্য দেই নাই কারণ আমি জানতাম সে ব্যাক্তি আমার নয়, বস্তুত আমার এই অসাধারণ কাব্য মেধার প্রেমে পড়িয়াছিল তাই আমি তাহাকে ছ্যাঁকা দিয়েছিলাম। পড়ে লোকমুখে শুনতে পাই যে এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমারই কলেজের ইয়ারমেট জুলিয়াস সিজারের সাথে এই ললনা প্রেমের নামে ছলনা করিয়াছিল।' কাব্যটি তোমার পত্রিকার জন্য পাঠালাম। ছেপে দিও। কারণ শুনছি ইদানিং নাকি তোমার পত্রিকার কোয়ালিটি ভীষণ রকম ফল করিয়াছে। এখন এই কাব্য ছাপার ফলে যদি কিছুটা মান উন্নয়ন হয়...

কাক করে কা-কা
তুমি আমার কাকা।
বাঘ বলে হালুম
তুমি আমার খালু(ম)।
গান গায় শামা
তুমি আমার মামা।
বিড়াল বলে মিঁয়াই
তুমি আমার বিয়াই।
আমার কাব্য সুপার
তুমি আমার ফুপা(র)।

জাভেদ
মালিবাগ, ঢাকা।

০০০

পারান পিরিও উনমাদ

শুরুতেই খমা চেয়ে নিচছি আমার বানানের জনন। আমি কমপিউটারে নতুন বাংলা কমপোজ শিখখা গরহণ করছি কিনতু এখনো যুকতাখখর লেখা শিখিনি।

পিলিজ তাই একটু কষট করে পড়ে নিও। আমি তোমার একজন ভকত পাঠক তাই নিশচই আমার জনন সামানন এই কষট তুমি করবেই।

আসলে পরথম পরথম তো কিনচিৎ সমসসা হবেই তবে তাই বলে তো আর বসে থাকা যাবে না। লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যুদধ বিনা নাহি দেব সূচাগরো মেদেনী না কি যেন একটা কথা আছে না? আজ এই পরযনতই। পরে আবার পতরো দিব।

সুমনতো চকরোবরতী
সিদধেশসরী, ঢাকা।

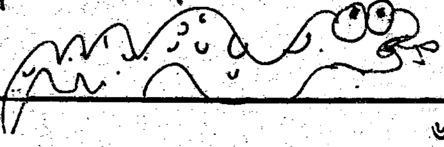

০০০

উন্মাদ ভাইয়া

আমি একটা গান লিখেছি। গানের সুরও দিয়েছি। আমি তোমাকে গানটা শোনাতে চাই। কিন্তু কি করে শোনাবো? চিঠিতে তো গান শোনানো যায় না। পৃথিবীতে তো রোজই কত কিছু আবিষ্কার হচ্ছে কিন্তু স্পিকারঅলা কাগজ কেন আবিষ্কার হচ্ছে না বলো তো? তাহলে তো মাইকঅলা কলমও দরকার হবে। নাহলে রেকর্ড করব কিভাবে?

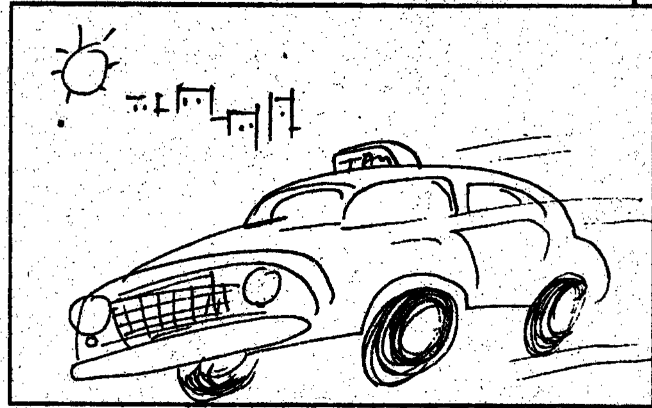

আমার অনেক দিনের শখ আমি উন্মাদ অফিসে এসে তোমাদের উন্মাদনা দেখব। সেটা কি করে সম্ভব বলো তো? তোমাদের অফিসে কি বেড়াতে আসা যায়? তোমাদের অফিসে যদি কেউ বেড়াতে আসে তাকে কি চা বিস্কুট খাওয়াও? তারপর সে চলে যাওয়ার সময় কি তাকে ইয়েলো ক্যাবের ভাড়া দিয়ে দাও? তাহলে আমি আসতে পারি।

মুনতাহা
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

০০০

মামা

কেমন আছেন? আপনাকে মামা বললাম বলে কি মাইন্ড খেলেন? দয়া করে মাইন্ড খাবেন না। ব্যাপারটা এরচেয়েও খারাপ হতে পারতো। যদি আমি আপনাকে মাম না বলে মামু বলতাম তখন আপনার ইজ্জত কোথায় গিয়ে নামতো বলেন তো? কাজেই খুশী হয়ে যান যে আমি আপনাকে মামা ডেকেছি। মামা, যে কারণে আমার এই চিঠি লেখা সেটা হচ্ছে যে আমি আপনার অন্যান্য ভাগ্নে ভাগ্নি মানে আমার বন্ধু বান্ধবের কাছে শুনছি যে আপনারা নাকি এখন কার্টুন শেখানোর স্কুল খুলেছেন? এই ব্যাপারে আমি বিস্তারিত জানতে চাই ও ভর্তি হতে চাই। এর জন্য কিভাবে আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি? আপনাদের স্কুলের কি কোনো ওয়েবসাইট আছে?

শাপলা
মিরপুর ১৪, ঢাকা।

ঠিক স্কুল নয় তবে উন্মাদ ও অটোলাইন নিয়মিত একটি কার্টুন এপ্রিসেয়েশন কোর্স পরিচালনা করছে। উন্মাদে ও বিভিন্ন দৈনিকে ভর্তির শুরুর আগে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিস্তারিত জানুন এই নাম্বারে- ০১৮১৮৪১৮৮৬৫।

০০০

সম্পাদক সাহেব

গত ২১শে ফেব্রুয়ারীর বই মেলায় বোধ হয় ২১ বার গেছি আপনার সন্ধানে একবারও পাইনি। ঘটনা কি? কিন্তু আমি উন্মাদ স্টলে জিজ্ঞেস করে জেনেছি আপনি নাকি প্রায় প্রতিদিনই মেলায় এসেছেন! কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হল না বিষয়টা কি? নাকি আমি উন্মাদের একনিষ্ট ভক্ত বলে...

সে যাই হোক আসল কথা আসি আমি গিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে একটা জরুরী বিষয়ে আলাপ করতে সেটা হচ্ছে আমি অতি সম্প্রতি কার্টুন আঁকা শুরু করেছি। বাসার সবই অবশ্য বলছে ... সবই নাকি কাকের ঠ্যাং আর বকের ঠ্যাং কিন্তু আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছে কোন রুপসী তন্বী তরুনীর পা! এখন কিছু কার্টুন নিয়ে গিয়েছিলাম আপনাকে দেখাতে কিন্তু-হা হতোস্মি! দেখা হল না। তবে কি অফিসে আসব? অভয় দিলে চলে আসব কিন্তু।

ইশ্বর আপনার অমঙ্গল চাইবেন না সে বিশ্বাস আমার আছে।

ইতি

বনি (য়াম)

আজিমপুর ঢাকা।

০০

উন্মাদ

ওরে উন্মাদ তুই জানিস আমি তোকে কতো পেয়ার করি? যদি জানতি তাহলে আমার একটা চিঠি অন্তত ছাপাতি। এই নিয়ে তিনটা চিঠি পাঠিয়েছি... খোদার কসম একটাও ছাপা হয় নি। এই চিঠিটা যদি ছাপা না হয় তাহলে ... না না উন্মাদ পড়া বন্ধ করব না তবে উন্মাদ কিনা কিন্তু একদম বন্ধ হয়ে যাবে। এই আমার শেষ কথা ...হু!

আর উন্মাদ পাঠকদের একটা অনুরোধ... প্লিজ আপনারা জোর গলায় আওয়াজ তুলুন উন্মাদ যেন মাসের প্রথম সপ্তাহে সঠিক দিনে আত্মপ্রকাশ করে নইলে...

খুলনার খালিশপুর থেকে

জনৈক উন্মাদ (ডাবল)

খুলনা মূল শহর।

০০

উন্মাদক সাহেব

এবারের বই মেলায় গিয়ে হতাশ হলাম মানে আপনাদের স্টলে গিয়ে হতাশ হলাম। ব্যাবসায় লালবাতি কই ? লাল বাতি একটা আছে কিন্তু সাথে সবুজ বাতিও একটা আছে। এর মানে কি? আপনারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? লালবাতি মানে ব্যবসা খারাপ আর সবুজ বাতি মানে ব্যবসা ভাল ? অবশ্য একটা জিনিষ ভাল লাগল সেটা হচ্ছে উন্মাদের স্টলে দেখলাম একটা মাত্র এনার্জি বাল্ব আর সব স্টলে ডজন ডজন লাইট। উন্মাদ যে বিদ্যুৎ সচেতন এটা খুবই আশার কথা! তবে উন্মাদের বড় স্টিকার গুলোর থেকে ৫ টাকা দামের স্টিকারগুলো আমার বেশি ভাল লেগেছে বিশেষ করে ফেস বুকের স্টিকারটা ...জোস। তবে মেলায় গিয়ে উন্মাদের বড় ভলিউমটা পেলাম না।

জনি (জুনিয়র)

উত্তরা, ঢাকা।

সম্পাদক, উন্মাদ

ওস্তাদ, আশা করি বেশি ভাল নাই আপনে। কারণ উন্মাদ এখানো বের হচ্ছে না কেন? (জাতীর বিবেকের কাছে আমার একটাই প্রাইভেট প্রশ্ন, উত্তর চাই কিন্তু ভাই) আচ্ছা ...এক কাজ করলে হয় না উন্মাদের বিশেষ লেট লতিফ সংখ্যা বের করলে কেমন হয় ? আরেকটা ঘটনা আমি একটা ছড়া লিখেছি প্লিজ ছাপবেন...

ইতি

পুরান উন্মাদ নতুন নামে (........)

ছড়াটা ছাপবেন প্লিইইইইজ!!

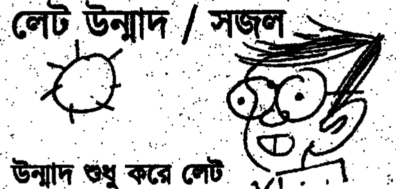

উন্মাদ শুধু করে লেট
একদিন বলব কিন্তু গেট (আউট)
উন্মাদ করে শুধু লেট
আমি ধরি বেট
বেটা অলস অতি সম্পাদক
বেটা ঠক!!

কার্টুন০ ইমা

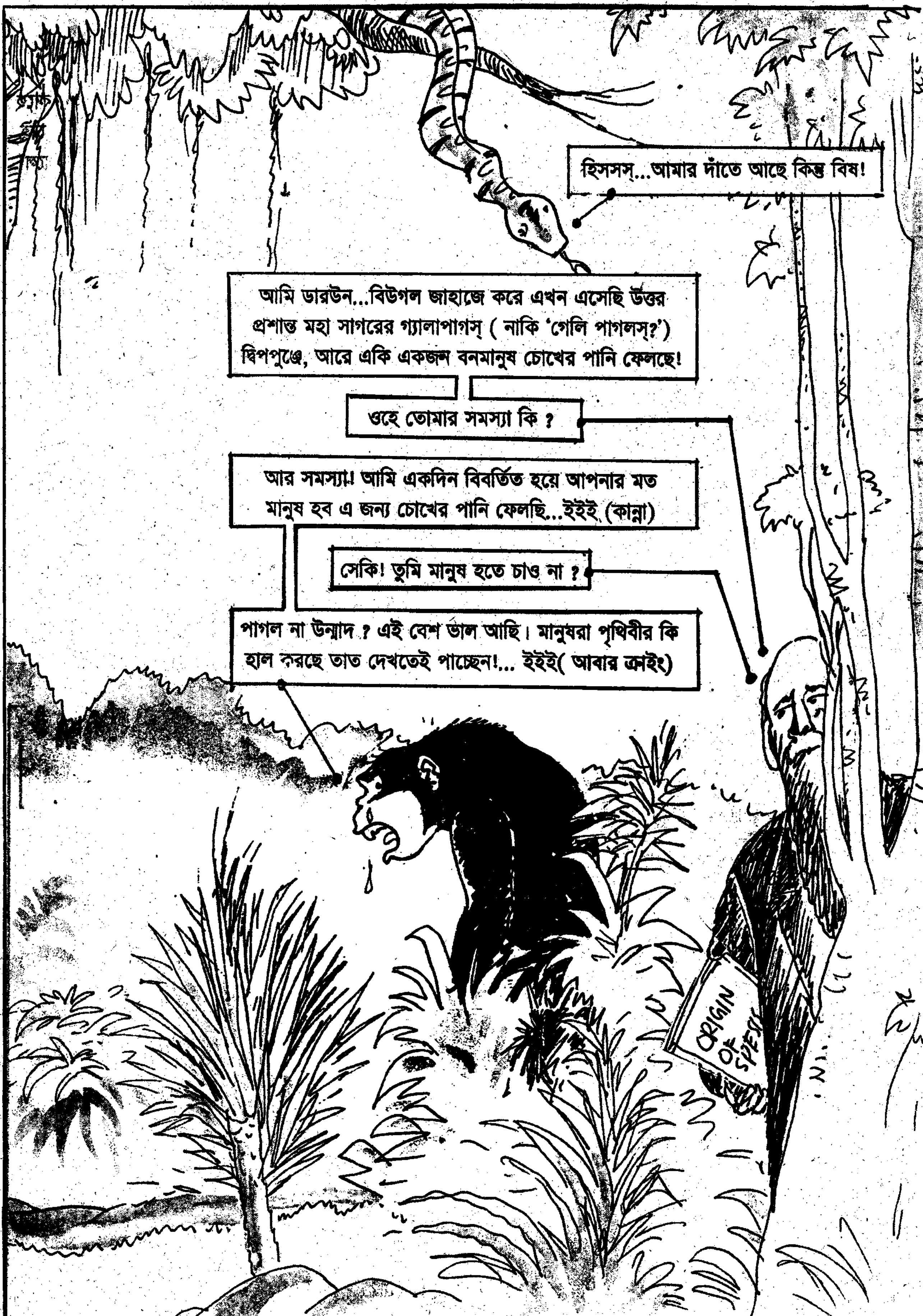
হিসসস্...আমার দাঁতে আছে কিন্তু বিষ!
আমি ডারউন...বিউগল জাহাজে করে এখন এসেছি উত্তর প্রশান্ত মহা সাগরের গ্যালাপাগস্ (নাকি 'গেলি পাগলস্?') দ্বিপপুঞ্জে, আরে একি একজন বনমানুষ চোখের পানি ফেলছে!
ওহে তোমার সমস্যা কি ?
আর সমস্যা! আমি একদিন বিবর্তিত হয়ে আপনার মত মানুষ হব এ জন্য চোখের পানি ফেলছি...ইইই (কান্না)
সেকি! তুমি মানুষ হতে চাও না ?
পাগল না উন্মাদ ? এই বেশ ভাল আছি। মানুষরা পৃথিবীর কি হাল করছে তাত দেখতেই পাচ্ছেন!... ইইই(আবার ক্রাইং)
ORIGIN OF SPES

মহান বিজ্ঞানী ডারউইন এর ২০০ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে উন্মাদের এই স্যাটায়ার আয়োজন। তার বিখ্যাত বিউগল ভ্রমন নিয়ে কাল্পনিক এক্সপিডিশন!!

ভাবনা/কল্পনা/পরিকল্পনা ০ আহসান হাবীব

ডারউইনঃ বিউগল এক্সপিডিশন

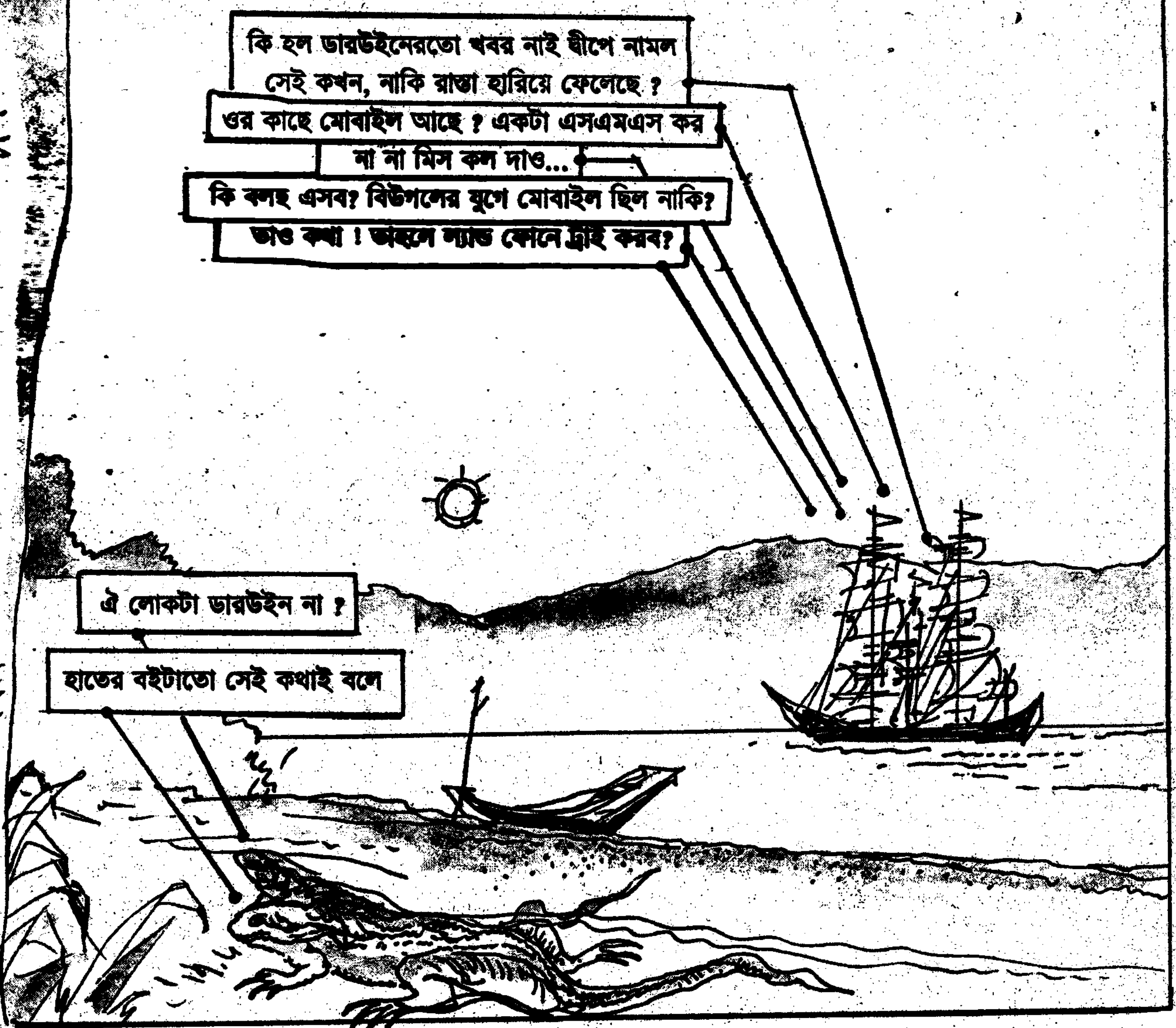

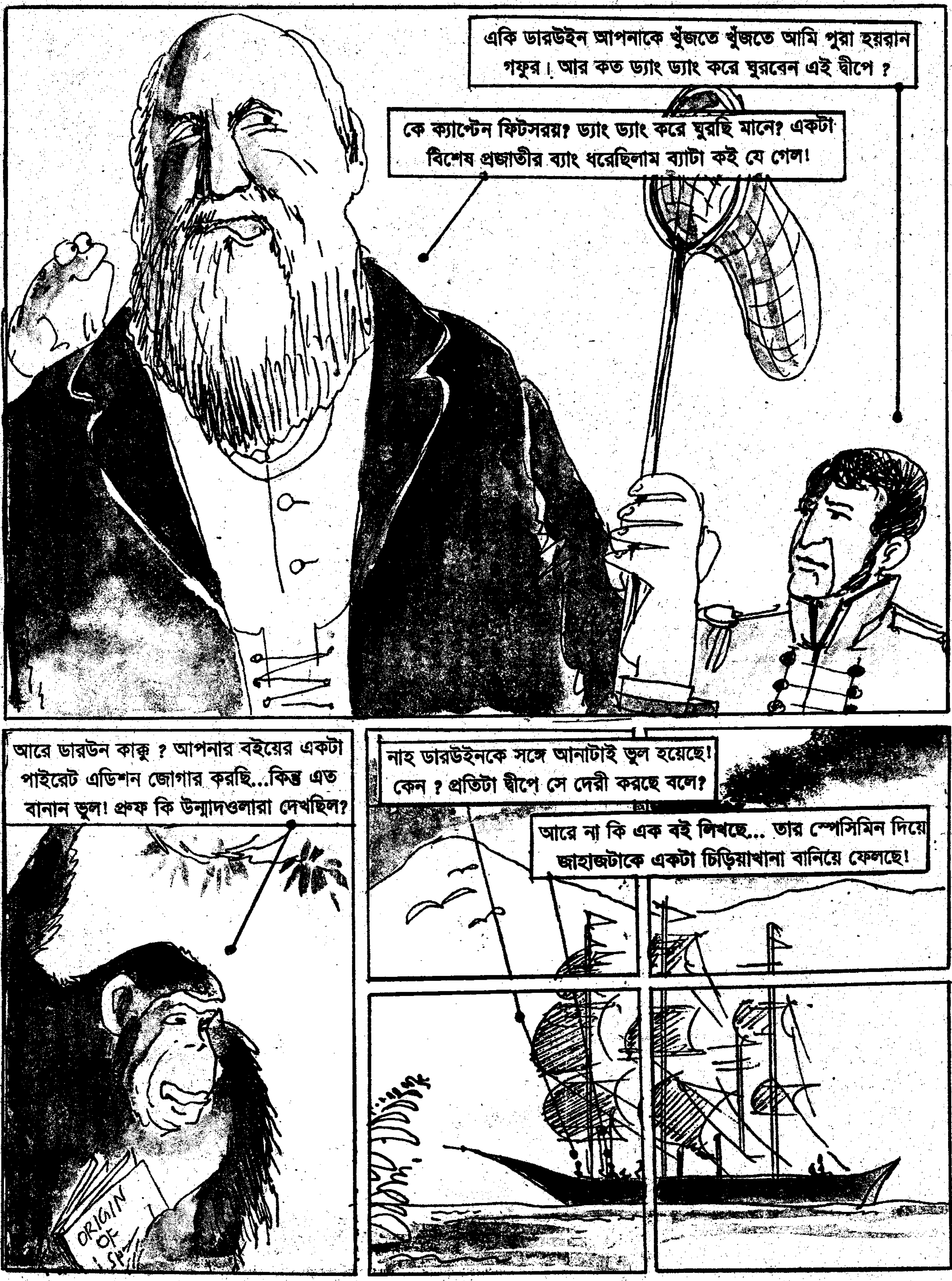
একি ডারউইন আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি পুরা হয়রান গফুর। আর কত ড্যাং ড্যাং করে ঘুরবেন এই দ্বীপে ?
কে ক্যাপ্টেন ফিটসরয়? ড্যাং ড্যাং করে ঘুরছি মানে? একটা বিশেষ প্রজাতীর ব্যাং ধরেছিলাম ব্যাটা কই যে গেল!
আরে ডারউন কাক্কু ? আপনার বইয়ের একটা পাইরেট এডিশন জোগার করছি...কিন্তু এত বানান ভুল! প্রুফ কি উন্মাদওলারা দেখছিল?
ORIGIN OF
নাহ ডারউইনকে সঙ্গে আনাটাই ভুল হয়েছে! কেন ? প্রতিটা দ্বীপে সে দেরী করছে বলে?
আরে না কি এক বই লিখছে... তার স্পেসিমিন দিয়ে জাহাজটাকে একটা চিড়িয়াখানা বানিয়ে ফেলছে!

আপনার মতবাদের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত... তবে...
তবে...?
মানুষ কি বানর থেকে বিবর্তিত? না আমরা বিবর্তিত হয়ে মানুষ?
সব অমানুষ
ক্যাপ্টেন ফিটসরয় এভাবে চলতে পারে না
কেন কি হয়েছে?
ডারউইন সব কিছুতে তার সংগৃহিত সেম্পল রাখা শুরু করেছেন। শিশি বোতল হরলিকসের বয়াম...এমন কি আমার বদনাটাও খুঁজে পাচ্ছি না...(উফ!)
এই যে ফিঞ্চ পাখি ডারউইনকে দেখছ?
আমার দেখার দরকার নেই সেই আমাকে দেখবে!
এইতো পেয়েছি গ্যালপাগোস দ্বীপের দৈত্যকার কচ্ছপ। কিন্তু এর দুটো সেম্পল জাহাজে উঠালে জাহাজ এমনিই ডুবে যাবে
হুম বই প্রায় রেডি... পাবলিসার কই পাই ?

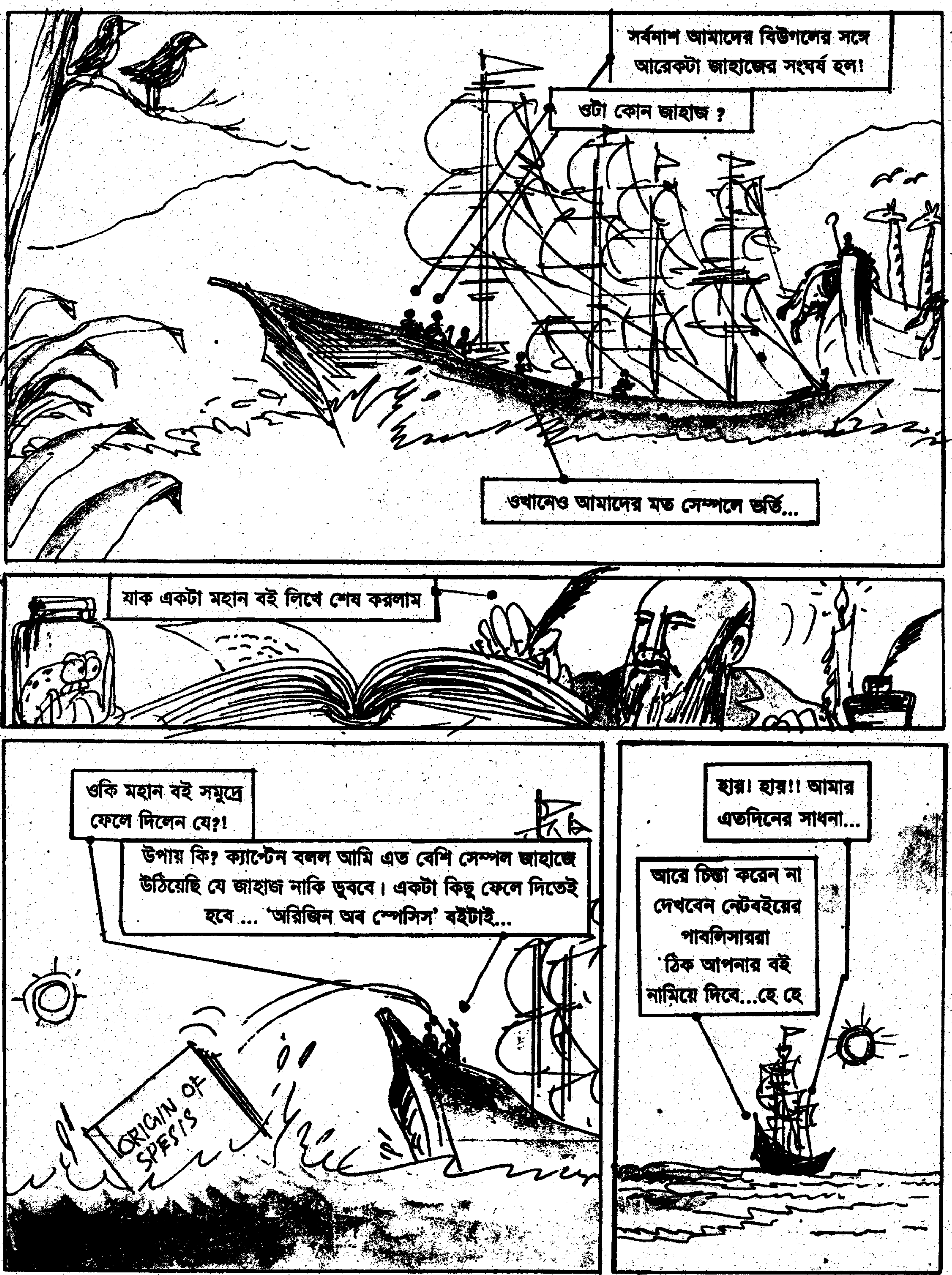
সর্বনাশ আমাদের বিউগলের সঙ্গে আরেকটা জাহাজের সংঘর্ষ হল!
ওটা কোন জাহাজ ?
ওখানেও আমাদের মত সেম্পলে ভর্তি...
যাক একটা মহান বই লিখে শেষ করলাম
ওকি মহান বই সমুদ্রে ফেলে দিলেন যে?!
উপায় কি? ক্যাপ্টেন বলল আমি এত বেশি সেম্পল জাহাজে উঠিয়েছি যে জাহাজ নাকি ডুববে। একটা কিছু ফেলে দিতেই হবে .... 'অরিজিন অব স্পেসিস' বইটাই...
ORIGIN OF SPESIS
হায়! হায়!! আমার এতদিনের সাধনা...
আরে চিন্তা করেন না দেখবেন নেটবইয়ের পাবলিসাররা ঠিক আপনার বই নামিয়ে দিবে...হে হে

উন্মাদ দৃষ্টিতে

নানান রং...

কার্টুন ০ শিখা / লেখা ০ পরশ

কি অংকে মাত্র ২১ পেয়েছিস?? তবেরে ফাজিলের বাচ্চা...
পড়াশুনার এই নমুনা ???
বাহ গত মাসেই বললে ২১ আমাদের গর্ব...অহঙ্কার... আর এখন ২১ পেলাম...

ডারউইনের ২০০তম জন্মবার্ষিকীতে আমার একটা কথা মনে পড়ছে... আমরা কি সত্যিই বানর থেকে বিবর্তিত মানুষ...??
নাকি মানুষ থেকে বিবর্তিত বানর?

আচ্ছা এই এলাকাটা কেমন বলুনতো ? কতটা নিরাপদ? শব্দদূষন কতটা? আমি এই এলাকায় বাড়ি ভাড়া নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি কিনা!
শব্দ দূষন একবারেই নেই...একদম যাকে বলে নিঃশব্দ!
এইতো গত পর্শু পিস্তল দিয়ে তিনটা মার্ডার হল কোন শব্দই পেলাম না আমরা...!

বুজলি ঠিক করছি নেশা ছাইরা দিমু... ভাল হয়া যামু
ভেরী গুড। তারপর কি করবি ঠিক করেছিস?
হ্যাঁ ব্যবসা করমু...
কিসের ব্যবসা?
ফেন্সি...হেরোইন...ইয়াবা...

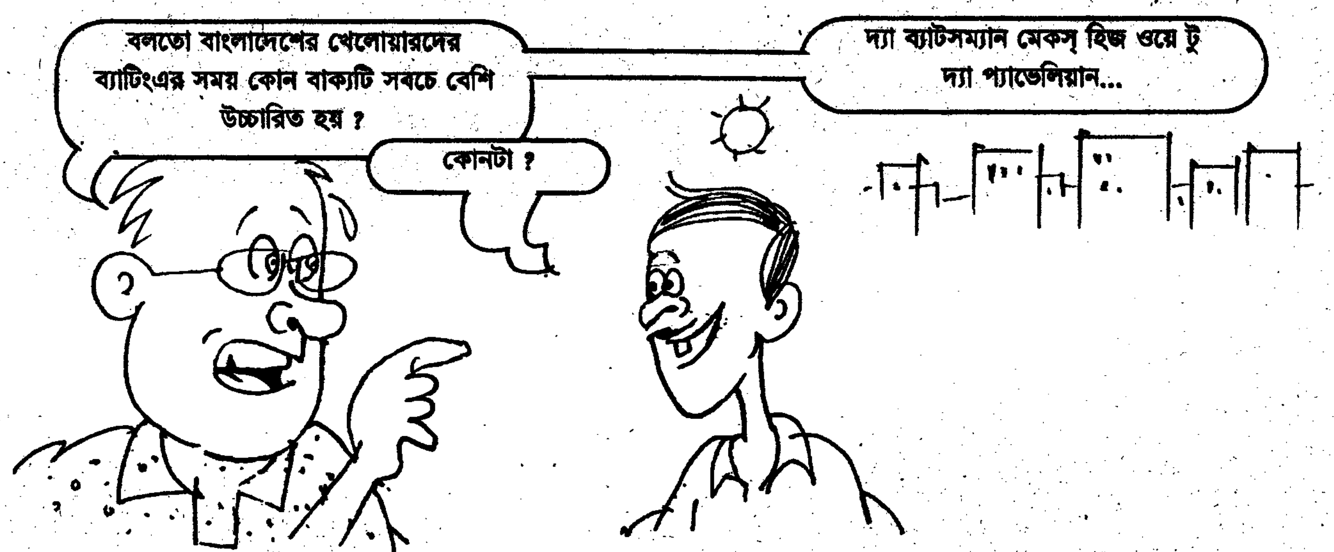
বলতো বাংলাদেশের খেলোয়ারদের ব্যাটিংএর সময় কোন বাক্যটি সবচে বেশি উচ্চারিত হয় ?
কোনটা ?
দ্যা ব্যাটসম্যান মেকস্ হিজ ওয়ে টু দ্যা প্যাভেলিয়ান...

আচ্ছা বলতো বাংলাদেশের খেলোয়াররা ঘরোয়া লিগে এত ভাল খেললেও জাতীয় দলে কেন ভাল খেলে না ?
কেন ?
কেননা আন্তর্জাতিক খেলা টিভিতে দেখায়, আর তার জন্য পোজ মারতে মারতেই...আউট!

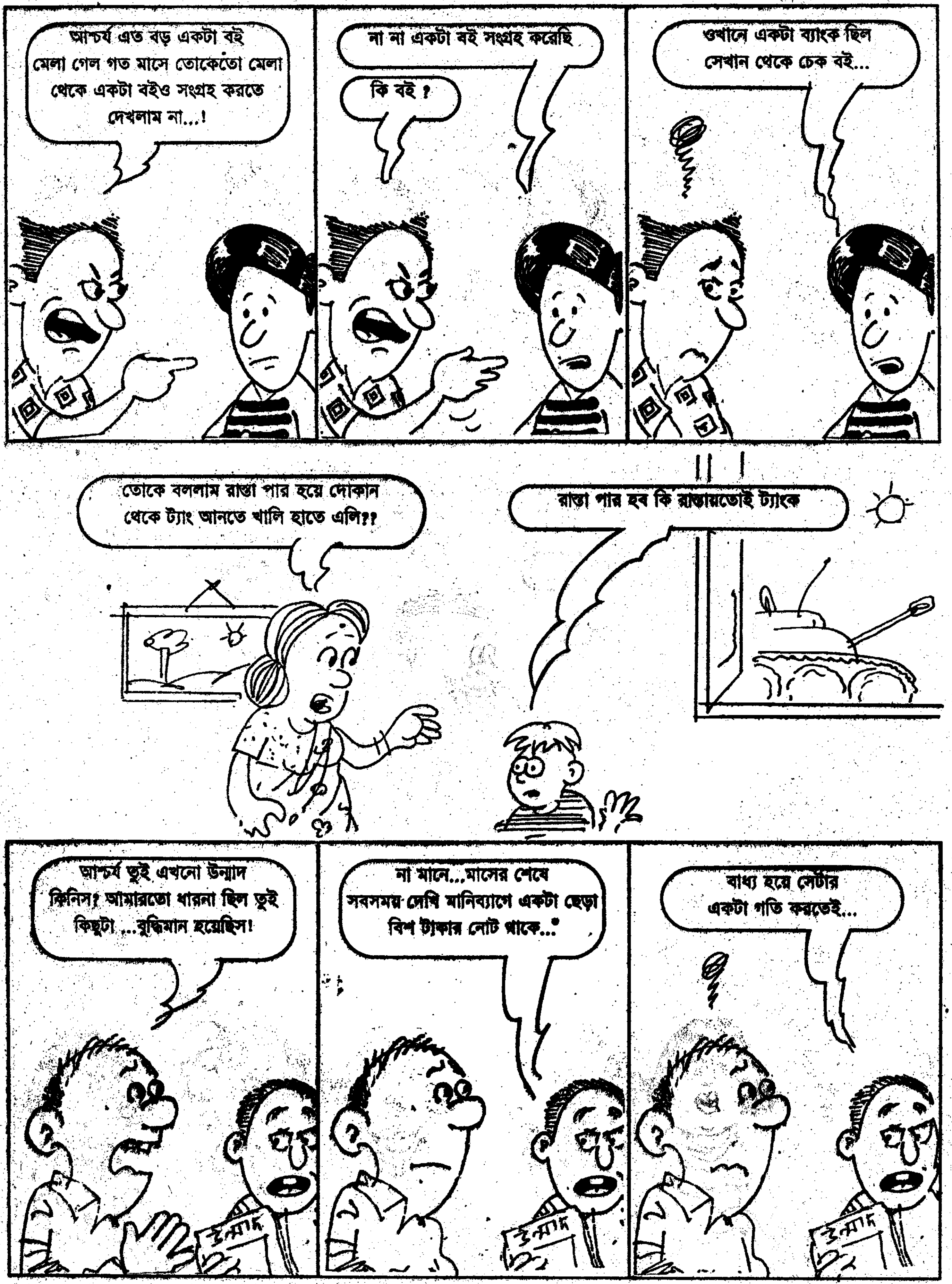
আশ্চর্য এত বড় একটা বই মেলা গেল গত মাসে তোকেতো মেলা থেকে একটা বইও সংগ্রহ করতে দেখলাম না...!
না না একটা বই সংগ্রহ করেছি
কি বই ?
ওখানে একটা ব্যাংক ছিল সেখান থেকে চেক বই...
তোকে বললাম রাস্তা পার হয়ে দোকান থেকে ট্যাং আনতে খালি হাতে এলি??
রাস্তা পার হব কি রাস্তায়তোই ট্যাংকে
আশ্চর্য তুই এখনো উন্মাদ কিনিস? আমারতো ধারনা ছিল তুই কিছুটা ...বুদ্ধিমান হয়েছিস!
না মানে...মাসের শেষে সবসময় দেখি মানিব্যাগে একটা ছেড়া বিশ টাকার নোট থাকে...
বাধ্য হয়ে সেটার একটা গতি করতেই...

উন্মাদের উন্মাদনা যে শুধু ৫৬ পাতা উন্মাদের ভিতরই সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়...পৃথিবীর ইতিহাস জুড়েই উন্মাদনা ছড়ানো। এমনি কিছু রাজাদের উন্মাদনা নিয়ে এই ঐতিহাসিক ফিচার।

ইতিহাস জুড়ে উন্মাদনা

লেখা ০ অপর্ন দাশ গুপ্ত
আঁকা ০ শাহরীয়ার শরীফ

ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেন (১৫৬৬-১৬২৫) কখনো ডান হাত ধুতেন না। তার একটা ভয় ছিল ডান হাত ধুঁতে গেলে ডান হাতের চামড়া উঠে যাবে। এ জন্য তিনি সবসময় সকালে উঠে একটা ভিজে তেয়ালে দিয়ে ডান হাতটা মুছে নিতেন।
মন্তব্যঃ এটাকে আমরা কি রোগ বলব? হস্তচর্মভীতি? তবে তিনি যে পুরোদস্তুর ডানপন্থি ছিলেন তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

মিশরের সুলতান ইয়াকশীদ () সর্বক্ষন মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকতেন। তার ধারনা সবসময় আততায়ীরা তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে খুন করার জন্য। যে কারনে তিনি কোথাও তিন ঘন্টার বেশি অবস্থান করতেন না। নিজের সুরক্ষিত দুর্গে রাতে ঘুমুবার সময় তিনবার করে ঘর পাল্টাতেন তিনবার বিছানাও পাল্টাতেন।
মন্তব্যঃ তবে শেষ পর্যন্ত তিনি ত্রিমুখী আক্রমনে নিহত হয়েছেন কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি।

FIRE TRUCK
সম্রাট আলেকজেন্ডারের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিলেন মহাবীর হিপ্রেস্টিয়ন তার মৃত্যুর পর দাহ করার জন্য যে শবদাহ মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল তা ছিল এখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল শবদাহমঞ্চ। এই মঞ্চ সাজানো হয়েছিল হীরা জহরত আইভরীর মত মূল সব মুল্যবান মনিমুক্তা দিয়ে। আলেকজেন্ডার নিজেই এই ব্যায়ভার বহন করেছিলেন। তখনকার হিসেবেই তার মুল্য ছিল ১,২০,০০,০০০ ডলার।
মন্তব্যঃ তখন যদি দুদক থাকত আলেকজেন্ডারের খবর আছিল।

প্রাচীন মিশরের ফারাওদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন ফারাও দ্বিতীয় র‍্যামেসিস-১১। তখন তার সন্তান সংখ্যা ছিল মাত্র ১১৯ জন। এর মধ্যে ৬০জন ছেলে ৫৯ জন মেয়ে। তিনি তার প্রত্যেকটি সন্তানকেই সমানভাবে ভালবাসতেন বলে দাবী করতেন। তাদেরকে এক সঙ্গে দেখার জন্য তিনি তার দেবতা এ্যাবিডোস মন্দিরের সামনের দেয়ালে তার ১১৯জন ছেলে মেয়ের ভাস্কর্য বানিয়ে রেখেছিলেন যেন প্রতিদিন মন্দিরে ঢোকার সময় তাদের মুখ দেখতে পান।
মন্তব্যঃ র‍্যামেসিস-১১ এই ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের যুগে জন্মালে কম করে হলেও নির্ঘাত ১১ বছর জেল খাটতে হত।

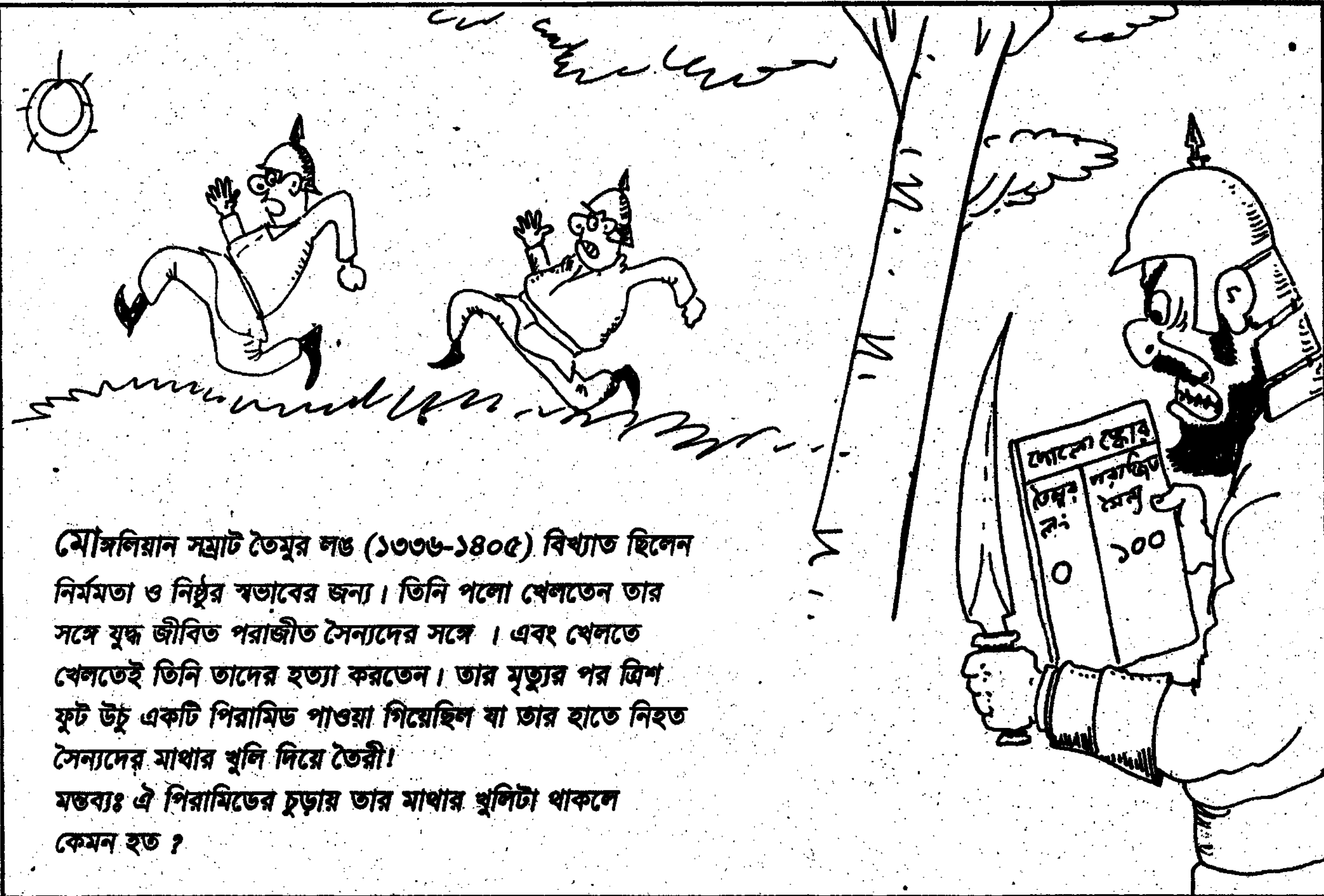
পোলো স্কোর
তৈমুর লং:
0
পরাজিত সৈন্য
১০০
মোঙ্গলিয়ান সম্রাট তৈমুর লঙ (১৩৩৬-১৪০৫) বিখ্যাত ছিলেন নির্মমতা ও নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য। তিনি পলো খেলতেন তার সঙ্গে যুদ্ধ জীবিত পরাজীত সৈন্যদের সঙ্গে । এবং খেলতে খেলতেই তিনি তাদের হত্যা করতেন। তার মৃত্যুর পর ত্রিশ ফুট উচু একটি পিরামিড পাওয়া গিয়েছিল যা তার হাতে নিহত সৈন্যদের মাথার খুলি দিয়ে তৈরী!
মন্তব্যঃ ঐ পিরামিডের চুড়ায় তার মাথার খুলিটা থাকলে কেমন হত ?

রোম সম্রাট ক্যালিগোলার প্রিয় ঘোড়ার নাম ছিল ইনসিটাটোস তিনি তার প্রিয় ঘোড়াটিকে পদোন্নতি দিয়ে প্রথম শ্রেনীর কনসাল নিযুক্ত করেন। পদন্নতি পাওয়ার পর ঘোড়ার মর্যাদা বেড়ে যায় তখন থেকে ঘোড়াটির মদ খাওয়ার জন্য তৈরী করা হয় সোনার পান পাত্র এবং তার ভূষি খাওয়ার জন্য মূল্যবান পাত্রটি তৈরী করা হয় মূল্যবান আইভরি দিয়ে।
মন্তব্যঃ এবার আর গরীবের ঘোড়া রোগ নয় বড়লোকের গাধারোগ!

বিপদ আর আপদ নিয়েই আমাদের জীবন। বিপদের লেজে ধরেই আসে আপদ! দু'টার মধ্যেই রয়েছে একটা সূক্ষ্ম যোগাযোগ। সেই যোগাযোগ নিয়েই এই ফিচার...

বিপদ আপদ

আঁকা/লেখা-তারিক সাইফুল্লাহ

বিপদ
আপদ
প্রেমিকার বাবার মুখে পড়া...
প্রেমপত্রসহ নিজের বাবার হাতে পড়া...
পানিতে পড়ে হাবু ডুবু খাওয়া ...
SOS
উদ্ধারকারী রেসকিউ আন্ডাওয়াটার সিপ কর্তৃক আব্রুহীন হওয়া...
মেলায় বাটে পড়ে দশ টাকার উন্মাদ বিশ টাকায় কিনা...
পড়তে বসে ...
উন্মাদ

বিদেশী কার্টুন

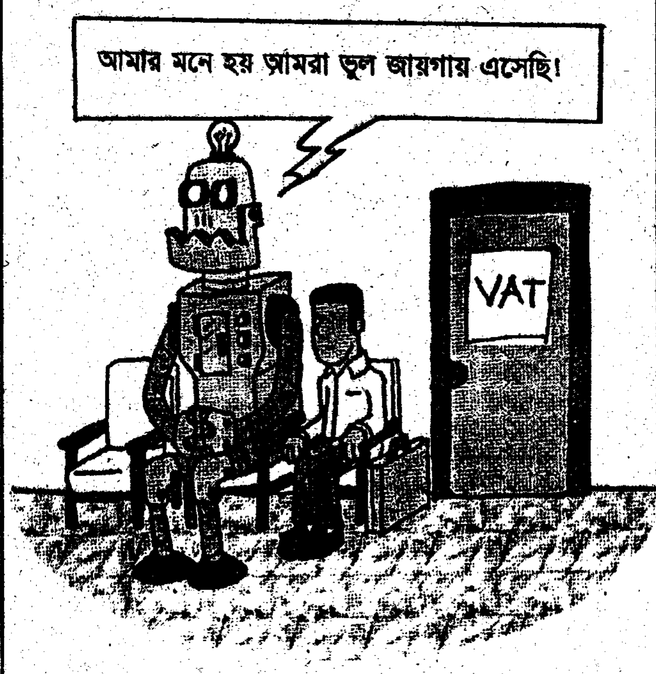
আমার মনে হয় আমরা ভুল জায়গায় এসেছি।
VAT

নাও...মাই উইস ইজ
ইওর কমান্ড।

আমরা এবার চেক করে দেখব
জনির অংকটা ঠিক হয়েছে কিনা।
8×5=40
zahn

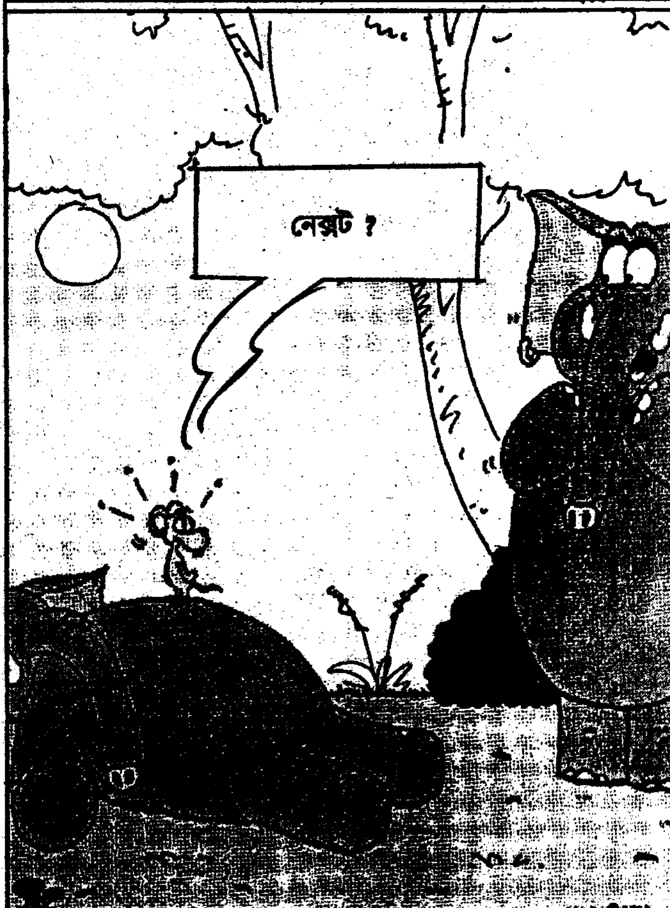
নেক্সট ?

মাফ করবেন স্বর্গে আর জায়গা নেই
আপনারা বরং নরকের দিকে যান...

বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে ?
না মনে হয় বজ্রপাত হচ্ছে ...
SIPRESS

নরবেন না টার্গেটটা একে নিই আগে!
DANISH CARTOONISTS
ISLAMIST EXTREMISTS

জীবন বীমাটা এই চোটে করে নিবে
কিনা একবার ভেবে দেখ!
RAY CASCARELLI

বৃক্ষ প্রেমী আরশাদ সাহেবের দিনকাল

বন্দনা কবীর

আরশাদ সাহেবের কর্মকান্ডকে তার বাড়ীর সবাই আজকাল পাগলামী নামে আখ্যায়ীত করলেও তিনি তার কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন যথার্থ মনযোগ দিয়েই। সাত মাস আগে ব্যস্ততম কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে পাঁচ মাস মোটামুটি শান্তি পূর্ণভাবে কাটিয়ে দিয়ে গত দুই মাস ধরে বাড়ীর সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছেন তার নিজস্ব গবেষণা মারফত। হঠাৎ একদিন তার কি মনে হল, বাড়ীর ধারের নার্সারী থেকে গাদাখানেক টবশুদ্ধ বিভিন্ন প্রকারের গাছ কিনে ফিরলেন একটা রিক্সা ভ্যান ভর্তি করে। আরশাদ সাহেবের সৌখিন স্ত্রী তো মহাখুশি কর্তার এই বৃক্ষপ্রেমীর পরিচয় পেয়ে। যাক, শেষ পর্যন্ত বাড়ীর সাজের একটা অংশে তো অবদান রাখলেন কর্তা। সবাই মিলে ধরাধরি করে সবগুলো টব নিয়ে বাড়ীর ছাদে এনে তুললেন। আরশাদ সাহেব সকাল বিকেল সেই গাছে পানি দেন, পরিচর্যা করেন। বাড়ীর কর্ম ব্যস্ত মানুষগুলো বড়ই আনন্দিত হল আরশাদ সাহেবকে অন্ততঃ কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে। কিন্তু তাদের সেই আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হলনা। গাছগুলো ছাদে ওঠার পর থেকে মাসখানেকের মধ্যে দেখা গেল যে আরশাদ সাহেব আর ছাদ থেকে নামছেন না জোরাজুরি চ্যাঁচামেচিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত। গিন্নীর অভিমান অভিযোগে রূপ নিয়েছে ইতিমধ্যে।

– আগে সারাক্ষন ব্যস্ত থাকতে অফিস নিয়ে আর এখন সারাদিন থাকো গাছ নিয়ে। আমার জন্য তোমার সময় কবে হবে বলোতো?'

স্ত্রীর অণুযোগ অভিযোগ কান্নাকাটি বোধ করি আরশাদ সাহেবকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারে না। নির্লিপ্ত সুখকর (গা জ্বালানী?!) একটি মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে উদাস তাকিয়ে থাকেন স্ত্রীর ঘাঁড়ের উপর দিয়ে। সংসারের কোনও কিছুতেই তার মন নেই শুধু অখন্ড মনসংযোগে বই পড়াতেই তার উৎসাহ। নীলক্ষেত নিউমার্কেট ঘুরে ঘুরে ইতোমধ্যে রাজ্যের বই জোগাড় করেছেন তিনি সবই বৃক্ষ সংক্রান্ত। এম্নিতেই তো সারাদিনের বেশীরভাগ সময় গাছ আর বই নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তিনি, তার ওপর যাও একটু সময়ের জন্য নীচে নামেন আহার স্নানের জন্য, সেখানেও তার সমস্ত কথায় জুড়ে থাকে গাছ। খেতে বসে লেকচার দেবেন গাছ নিয়ে। বাড়ীতে মেহমান এলে তাকে শেখাবেন 'বৃক্ষ কি বস্তু!' অতিষ্ট হয়ে সবাই একদিন ঠিক করল সব অনিষ্টের গোঁড়া এই সব গাছগুলোকেই হাওয়া করতে হবে (হাওয়া ভবনের ছাদ এখন ফাঁকা থাকলেও থাকতে পারে) ছাদ থেকে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। আরশাদ সাহেবকে নতুন বই কেনার উদ্দেশ্যে নিউমার্কেটে পাঠিয়ে দিয়ে আবার সেই রিক্সা ভ্যানে চাপিয়ে দেয়া হল সব টবশুদ্ধ গাছগুলোকে। বিরাট একখানা কাজ করা হয়েছে ভেবে আত্মতৃপ্ত হয়ে আরাম করে বসতে না বসতেই সবার মাথায় হিমালয় ভেঙ্গে পড়ল খান খান হয়ে। নতুন কোনও বই না পেয়ে মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে বাড়ী ফিরে ছাদে উঠে পুরো ছাদ ফাঁকা দেখে আরশাদ সাহেব প্রথমে বিমূঢ় হয়ে গেলেন তারপর সটান হয়ে পড়ে গেলেন কাটা গাছের মতন। বুকের ভেতরের হৃদযন্ত্রটা এমনভাবে তড়পিয়ে উঠলো যে, সেটাকে হাত দিয়ে ধরে সামলানোরও সময় পেলেন না। পরিচ্ছন্ন হাসপাতালের আরমদায়ক বিছানায় চোখ মেলে তিনি প্রথম যে বাক্যটি বল্লেন, সেটা হল– 'আমার গাছ!'। ছেলে–মেয়েসহ স্ত্রী কোরাসে বলে উঠলো, 'জায়গামতই আছে, চিন্তা কোরো না।'

নাটকীয় সংলাপে হতভম্ব হওয়ারও অবস্থা নেই ডাক্তারের। ব্যাপার কি?' ব্যাপার জানার পর ডাক্তার সাহেব হতভম্ব হবার অবসর পেলেন মনে হল। তারপর গাছগুলোকে সরিয়ে ফেলার অপরাধের জন্য তীব্রভাবে তিরস্কার করে সবাইকে খবরদার করে দিলেন আরশাদ সাহেবকে আর কোনও প্রকারের শক না দেওয়ার জন্য। অত্যন্ত বাধ্য শিষ্যের মত একযোগে মাথা কাত করে সম্মতি জানিয়ে বৃক্ষ প্রেমিক আরশাদ সাহেবকে নিয়ে বাড়ী ফিরল সবাই যথা সময়ে। অনেক কষ্টে ডাক্তারের নির্দেশ মেনে কয়েকটা দিন 'বেডরেষ্ট' করে আরশাদ সাহেব আবার ফিরে গেলেন তার বৃক্ষ জগতে। তার সেই প্রত্যাবর্তন বাড়ীর সবার জন্য মর্মান্তিক ভাবে পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো ক্রমে ডাক্তারের 'খবরদার' শব্দটা মনে রাখার কারণে। খাবার টেবিলে আরশাদ সাহেবের ভাষন হজম করতে গিয়ে বাদবাকী সবারই বদহজম হতে শুরু করল যাবতীয় আহার।

– মানুষের শরীরের ১৭ নম্বর ক্রোমোজমটা হচ্ছে উদ্ভিদের ক্রোমোজম...' জাতীয় সংলাপ শুনে শুনে ওষ্ঠাগত প্রাণ সকলের। কাহাতক আর গাছ নিয়ে গল্প করা যায়? গল্প করার মত কত কিছু আছে দুনিয়ায়!! তা না...

– একদিন না বাবাই গাছ হয়ে যায়...' ছোট মেয়ের ব্যঙ্গোক্তিটাই বাড়ীর সবার কাছে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ে।
– অসম্ভব নয়... যে ভাবে সারাক্ষন গাছের সাথে কথা বলা শুরু করেছে বাবা!'
আরশাদ সাহেবের স্ত্রী বজ্রাহত বৃক্ষের মত মুখ পুড়িয়ে বসে থাকেন গালে হাত দিয়ে।
– হায় হায়, সেরকম কিছু যদি সত্যি সত্যিই হয়ে যায়?!'
রাতের ঘুম হারাম করে ভাবতে থাকেন আরশাদ গিন্নি। চুপিসারে মনোবিশারদের দ্বারস্থ হন তিনি বড় ছেলেকে সঙ্গে করে।
– অসম্ভব কিছুনা। আসলেই তো... আমাদের শরীরেই আমরা উদ্ভিদের ক্রোমোজম নিয়ে ঘুরছি জন্মাবধী। গাছ যেমন আলো বাতাস পানি ছাড়া বাঁচেনা মানুষও তো তাই...' ডাক্তারের উক্তি নির্ভরতার বদলে আরো অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়, পরিস্থিতি আরো ভয়ঙ্কর মনে হয় তাদের কাছে।
– সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু বাবার এই বাড়াবাড়িটা কি করে বন্ধ করা যায়?' ছেলে আসলামের কথায় ডাক্তার অতিরিক্ত গম্ভিরতা দেখিয়ে বলেন,
– একদিন ওনাকে নিয়ে আসেন, দেখি কথা বলে।
সঙ্গে করে নিয়ে আসেন বলা তো সহজ কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? মানে, তাকে ডাক্তারের কাছে কেমন করে নেওয়া হবে? এই প্রশ্ন বিশাল হয়ে সবার মুখের সামনে ঝুলতে থাকে। জল্পনা চলতে থাকে, আরশাদ সাহেবকে কেমন করে ভুলিয়ে ভালিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে ফেলা যায়, কি করে তাকে এই সব গাছ পাতা ডাল থেকে উদ্ধার করে ঘরের ভেতরের স্বাভাবীক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।

তবে ডাক্তার নিজ উদ্যোগেই একদিন বাসায় আসেন বৃক্ষ প্রেমিক আরশাদকে সারেজমিনে দেখতে। এবং রুদ্ধদার বৈঠক করেন তারা। তারপর ... মানে বৈঠক শেষে ডাক্তার গম্ভীর মুখে কোন মন্তব্য না করেই তার চেম্বারে চলে যান। এরপর আর ডাক্তার সাহেবকেও ফোনে পাওয়া যায় না । সপ্তাহ খানেক পর মিসেস আরশাদ নিজেই গেলেন ডাক্তারের কাছে। কিন্তু একি ? ডাক্তার কোথায়? চেম্বার কোথায়? চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ ! এযে একটা নাসরিী ! আর তখনই হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার সাহেব।
- বলুন কি গাছের চারা দিব আপনাকে ?
- মানে? আ-আপনি ডাক্তার সাহেব না ?
- ছিলাম একসময় এখন ...

তারপর আর কি ! মিসেস আরশাদ বাড়ি ফিরতে দেরী করেন না। তার মুখে সব শুনে বাড়ীর সবার মুখ আবার ঝুলে যায়। অগত্যা তারা মুখ বুজে আরশাদ সাহেবের পাগলামী সহ্য করে যাওয়াই শ্রেয় বলে মেনে নেয়। উপায় কি দেশে এমনি ডাক্তারের সংখ্যা কম। আরো কমিয়ে ফেললে জাতির ক্ষতি। তার চেয়ে বরং ...

শেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, আরশাদ সাহেব যথারীতি তার বৃক্ষ নিয়ে মেতে আছেন দিব্যি। বাড়ীর ছাদটা এতদিনে মোটামুটি আফ্রিকার জঙ্গল বানিয়ে ফেলেছেন,

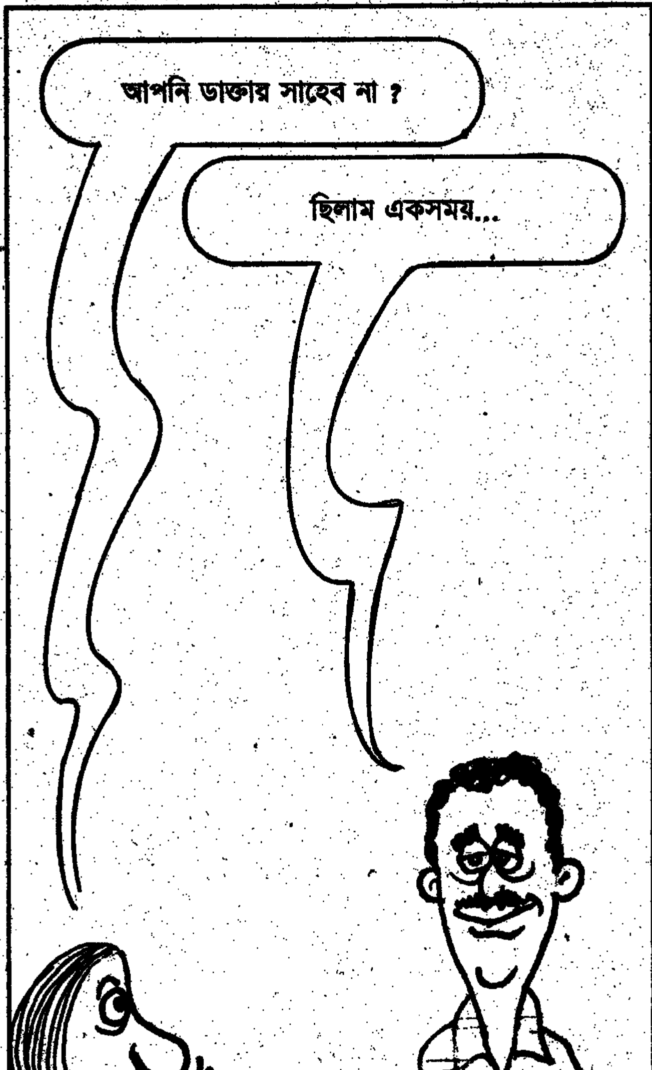

শুধু একটা সিংহ ছেড়ে দেয়ার অপেক্ষা মাত্র। ছাদে কাপড় শুকোতে দেওয়ার মত জায়গাও আর অবশিষ্ট না থাকার কারণে যার যার রুমে নাইলনের দড়ি টাঙ্গানো হয়েছে ফ্যানের বাতাসে কাপড় শুকানোর জন্য।।

হার্ড টু রিচ কার্টুন

ইউনিসেফ আয়োজিত 'বেসিক এডুকেশন ফর হার্ড টু রিচ আরবান ওয়ার্কিং চিলড্রেন' (BEHTRUWC) এর একটি ওয়ার্কশপে আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। যে অনুষ্ঠানে ছিলেন সাংবাদিক আর কার্টুনিস্টরা । দু'দিনের এই ওয়ার্কশপে এক পর্যায়ে আমরা তাদের স্কুল গুলোতে যাই। যে স্কুলে সেই বাচ্চারাই পড়ে, যারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করে পাশাপাশি একটা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ স্কুল গুলোতে পড়ে। চমৎকার স্কুল। তাদের সঙ্গে কথা বলে আমাদের মনে হয়েছে যে এখানে আমাদের মানে কার্টুনিস্টদেরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে বা থাকা উচিৎ। কারণ কার্টুন হচ্ছে সার্বজনিন ভাষা একে যদি তাদের পক্ষে কাজা মা লাগাই তাহলে কিভাবে? এসব ভেবে চিন্তে আমরা উন্মাদের নতুন এই বিভাগে ঐসব সুবিধা বঞ্চিত শিশু যাদের কাছে পৌছানো কঠিন...অর্থাৎ হার্ড টু রিচ, তাদের নিয়ে কার্টুন করব যা তাদেরকে হয়তবা উৎসাহিত করবে।

-আহসান হাবীব

BEHTRUWC এর একটি স্কুল

কার্টুন স্ট্রিপ ০ হার্ড টু রিচ!!

" জাতীকে আলোকিত জনগোষ্ঠি উপহার দিন। নিজের সন্তানকে পড়ালেখা শেখানোর পাশাপাশি আপনার আশে পাশের সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পড়ালেখাও নিশ্চিত করুন। "

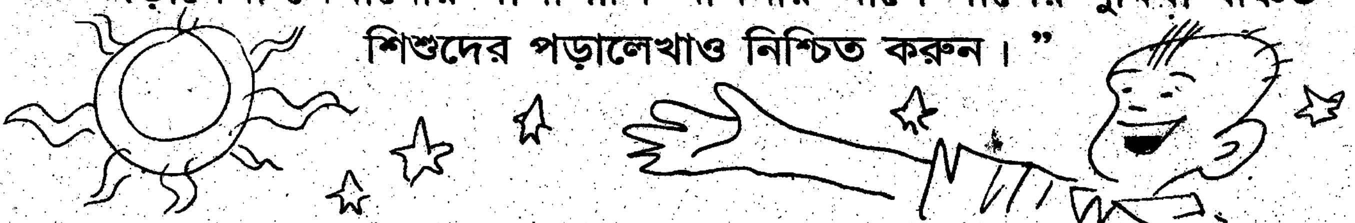

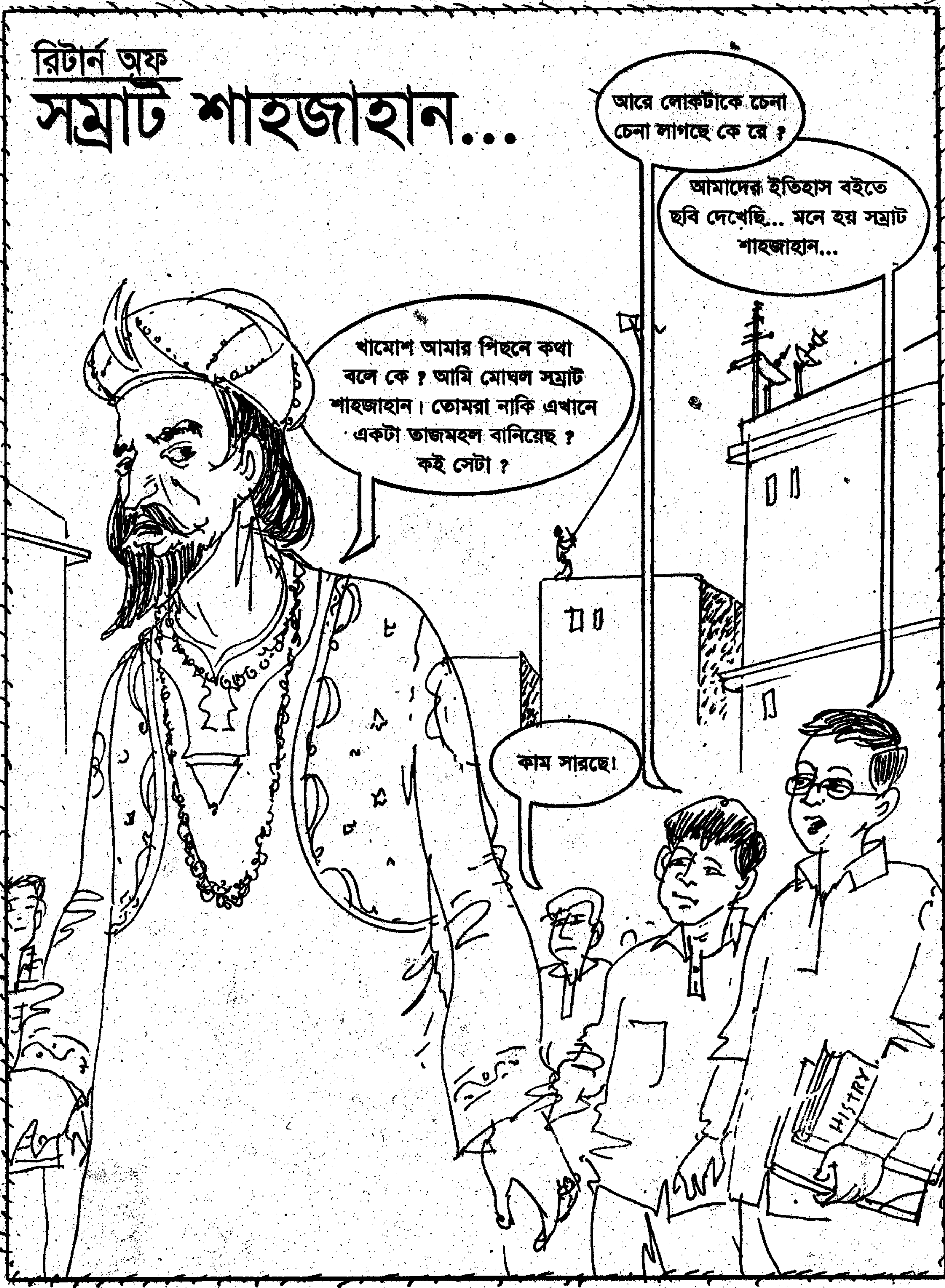
রিটার্ন অফ
সম্রাট শাহজাহান...
আরে লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে কে রে ?
আমাদের ইতিহাস বইতে ছবি দেখেছি... মনে হয় সম্রাট শাহজাহান...
খামোশ আমার পিছনে কথা বলে কে ? আমি মোঘল সম্রাট শাহজাহান। তোমরা নাকি এখানে একটা তাজমহল বানিয়েছ ? কই সেটা ?
কাম সারছে।
HISTRY

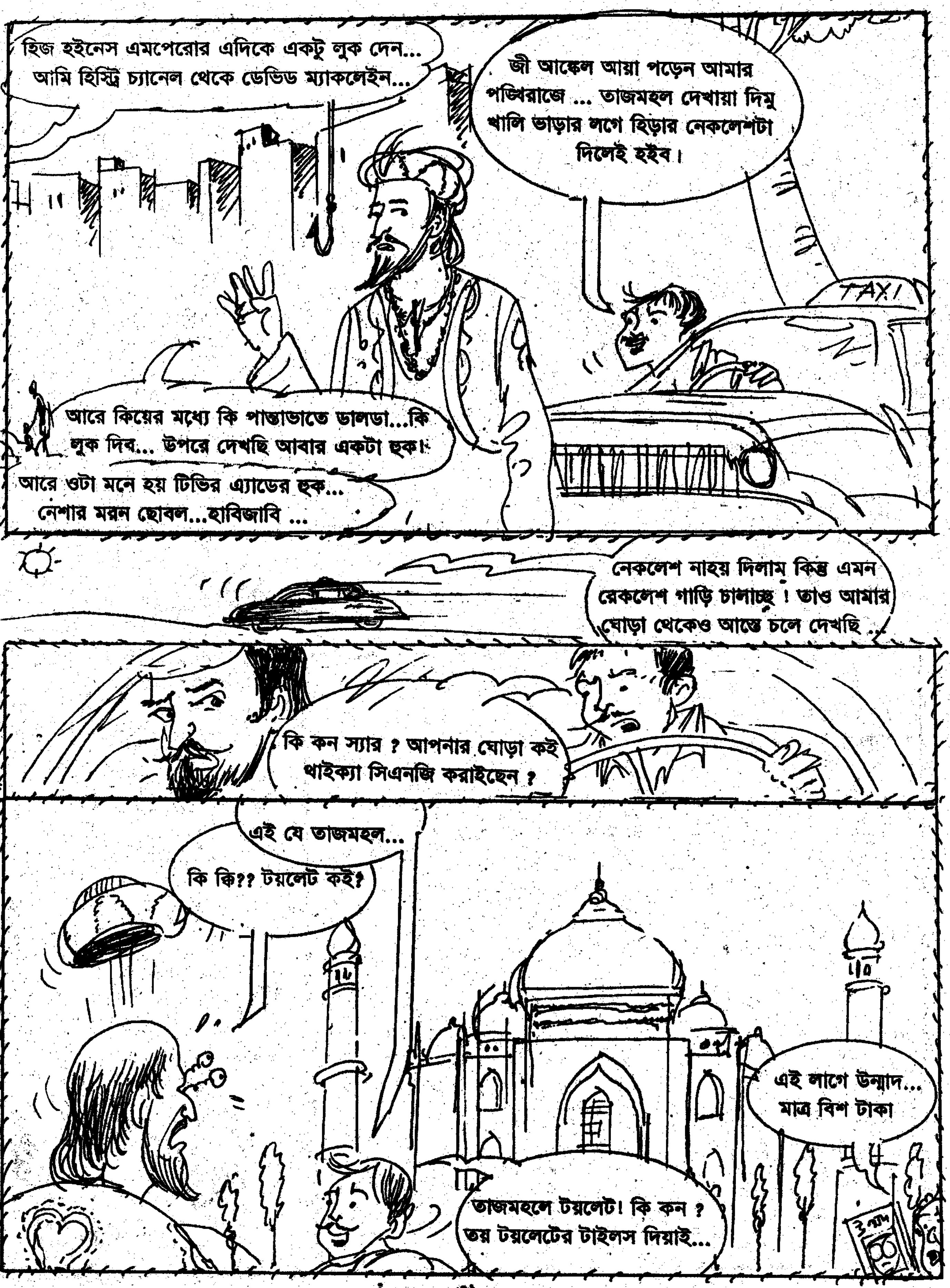

হিজ হাইনেস এমপেরোর এদিকে একটু লুক দেন... আমি হিস্ট্রি চ্যানেল থেকে ডেভিড ম্যাকলেইন...
জী আঙ্কেল আয়া পড়েন আমার পঙ্খিরাজে ... তাজমহল দেখায়া দিমু খালি ভাড়ার লগে হিড়ার নেকলেশটা দিলেই হইব।
TAXI
আরে কিয়ের মধ্যে কি পান্তাভাতে ডালডা...কি লুক দিব... উপরে দেখছি আবার একটা হুক।
আরে ওটা মনে হয় টিভির এ্যাডের হুক... নেশার মরন ছোবল...হাবিজাবি ...
নেকলেশ নাহয় দিলাম কিন্তু এমন রেকলেশ গাড়ি চালাচ্ছ ! তাও আমার ঘোড়া থেকেও আস্তে চলে দেখছি ...
কি কন স্যার ? আপনার ঘোড়া কই থাইক্যা সিএনজি করাইছেন ?
এই যে তাজমহল...
কি কি?? টয়লেট কই?
এই লাগে উন্মাদ... মাত্র বিশ টাকা
তাজমহলে টয়লেট! কি কন ? তয় টয়লেটের টাইলস দিয়াই...

ওয়াক...ওয়াক...
মনে হয় কাচকি মাছ দিয়া ভাত খাইছিল
ও বুজছি! আপনার পছন্দ হয় নাই তাই ...
আরে না তোমাদের উন্মাদের মান দেইখা...হঠাৎ...
কাচকি মাছের কঙ্কাল
জলদি ফিরে চল...এখানে আর এক মুহূর্ত নয়...
কোথায় যাবেন
আর কোথায় আমার সম্রাজ্যে...
ওটা কি ? আরেকটা তাজমহল তৈরী হচ্ছে নাকি ?
না না ওটা সরকারী একটা ভবন তৈরী হচ্ছে। আপনার তাজমহল তৈরী হতে সময় লেগেছিল ২২বছর আর শ্রমিক লেগেছিল ২২ হাজার আর ১৬ বছরে এই ভবনও কম আগায় নাই ... কি বলেন ?
ওরে বাপরে কি হল ??
ও কিছু না পাবলিক নির্মিত স্পিডব্রেকার!

ভাইরে তোমার এই হামাম দিস্তা থেকে জলদি নামাও আমাকে...
কি কন হামামদিস্তা! নগদ এক লাখ ঘুষ দিয়া এই গাড়ি লইছি!
এরই কাবলিওলা বাই ছা খাই যান টিয়া ফরে দিয়েন...
খামোশ! আমি মোঘল সম্রাট শাহজাহান
এরই কাণ্ড হেতের মনে অয় বাশি মোগলাই খাই মাথা নষ্ট অই গেছে!
আর এক মুহূর্ত এখানে নয়... আমার ঘোড়া কই ?
হ্যালো শাহজাহান আঙ্কেল আপনি চলে যাচ্ছেন ? আপনার একটা ইন্টারভ্যু...
টিভি না রেডিও?
টিভি
সরকারী চ্যানেল না প্রাইভেট?
প্রাইভেট
ভেট দেন? না দেন না ?
দেই না...
UTI
তাইলে আমিও ইন্টারভ্যু দেই না...

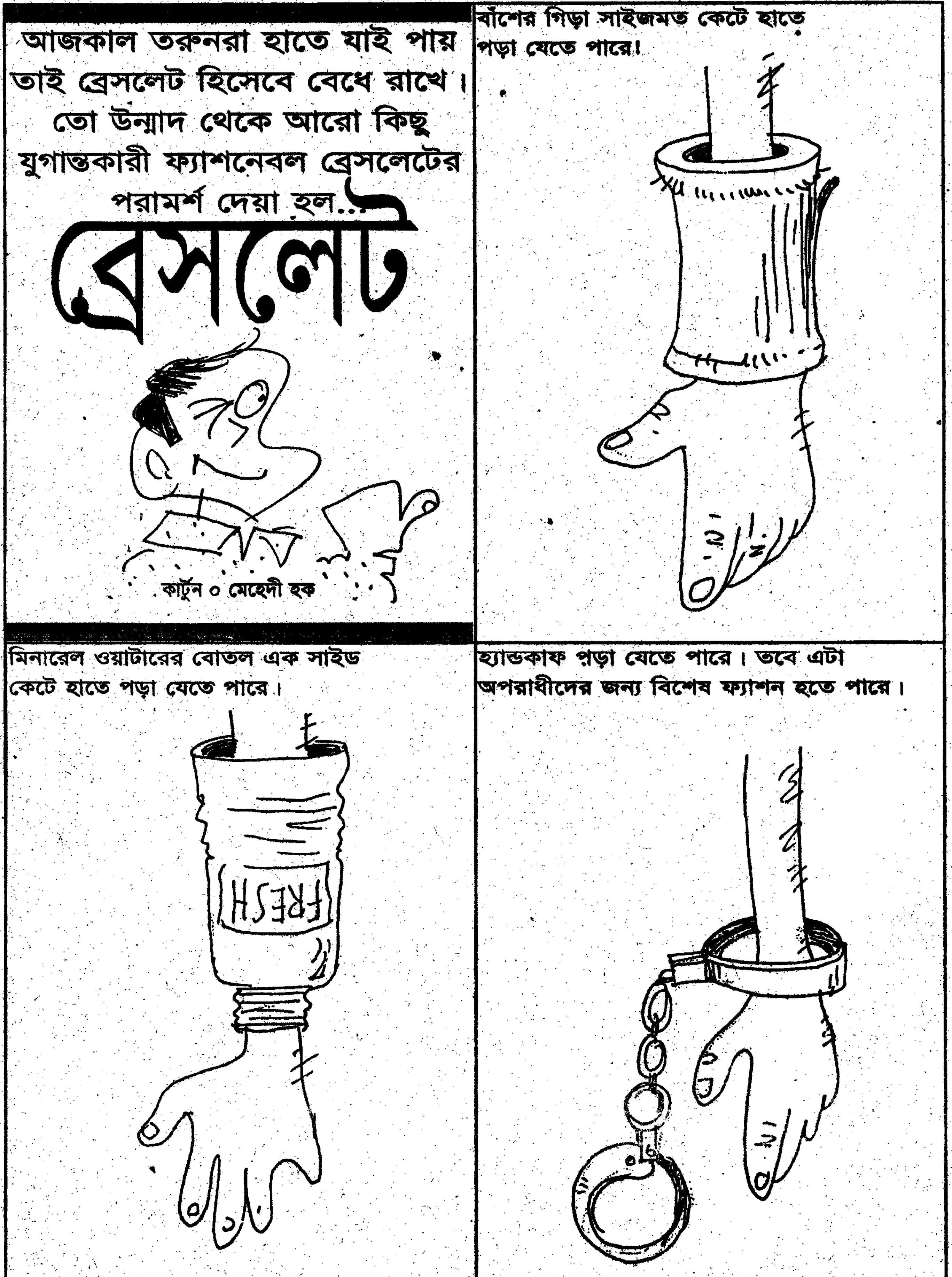

আজকাল তরুনরা হাতে যাই পায় তাই ব্রেসলেট হিসেবে বেধে রাখে। তো উন্মাদ থেকে আরো কিছু যুগান্তকারী ফ্যাশনেবল ব্রেসলেটের পরামর্শ দেয়া হল...
ব্রেসলেট
কার্টুন ০ মেহেদী হক
বাঁশের গিড়া সাইজমত কেটে হাতে পড়া যেতে পারে।
মিনারেল ওয়াটারের বোতল এক সাইড কেটে হাতে পড়া যেতে পারে।
FRESH
হ্যান্ডকাফ পড়া যেতে পারে। তবে এটা অপরাধীদের জন্য বিশেষ ফ্যাশন হতে পারে।

সাপুরের কাছ থেকে পালা সাপ চুক্তি হিসেবে ধার করে হাতে পরা যেতে পারে।

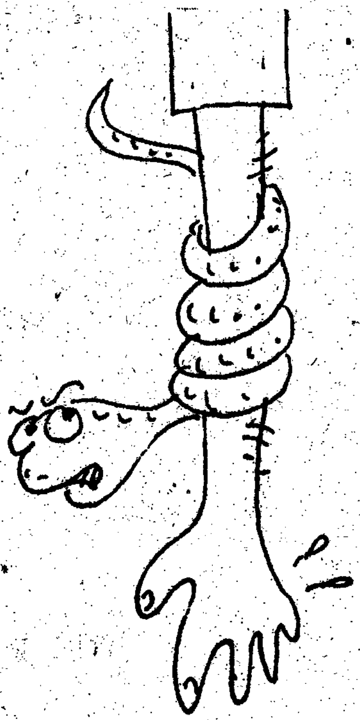

ছোট মাটির দইয়ের খোড়ার এক সাইড ছিদ্র করে হাতে পরা যেতে পারে। এতে দেশের গ্রামীন ঐতিহ্যও ধরে রাখা হবে।

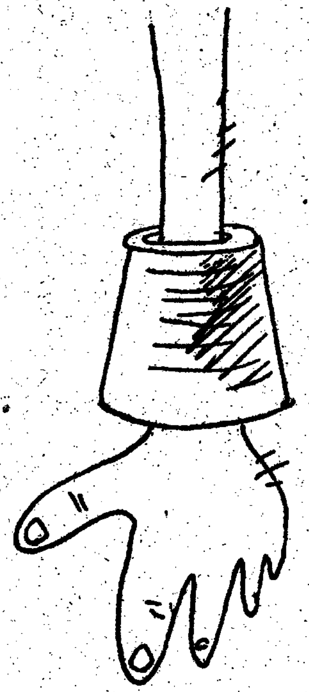

বাতিল জুতাকে ফেলে না দিয়ে তার ফিতে দিয়ে হাতে বেধে রাখা যেতে পারে!

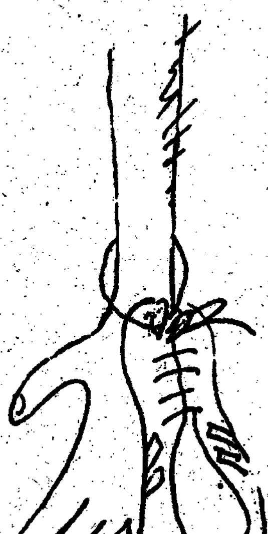

হাতে আর্টিস্টদের দিয়ে ইচ্ছেমত রং করিয়ে নেয়া যেতে পারে।

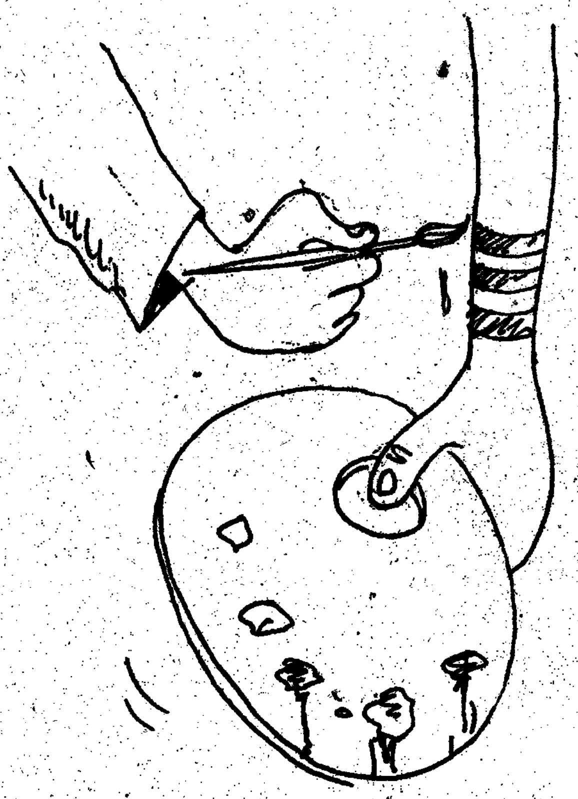

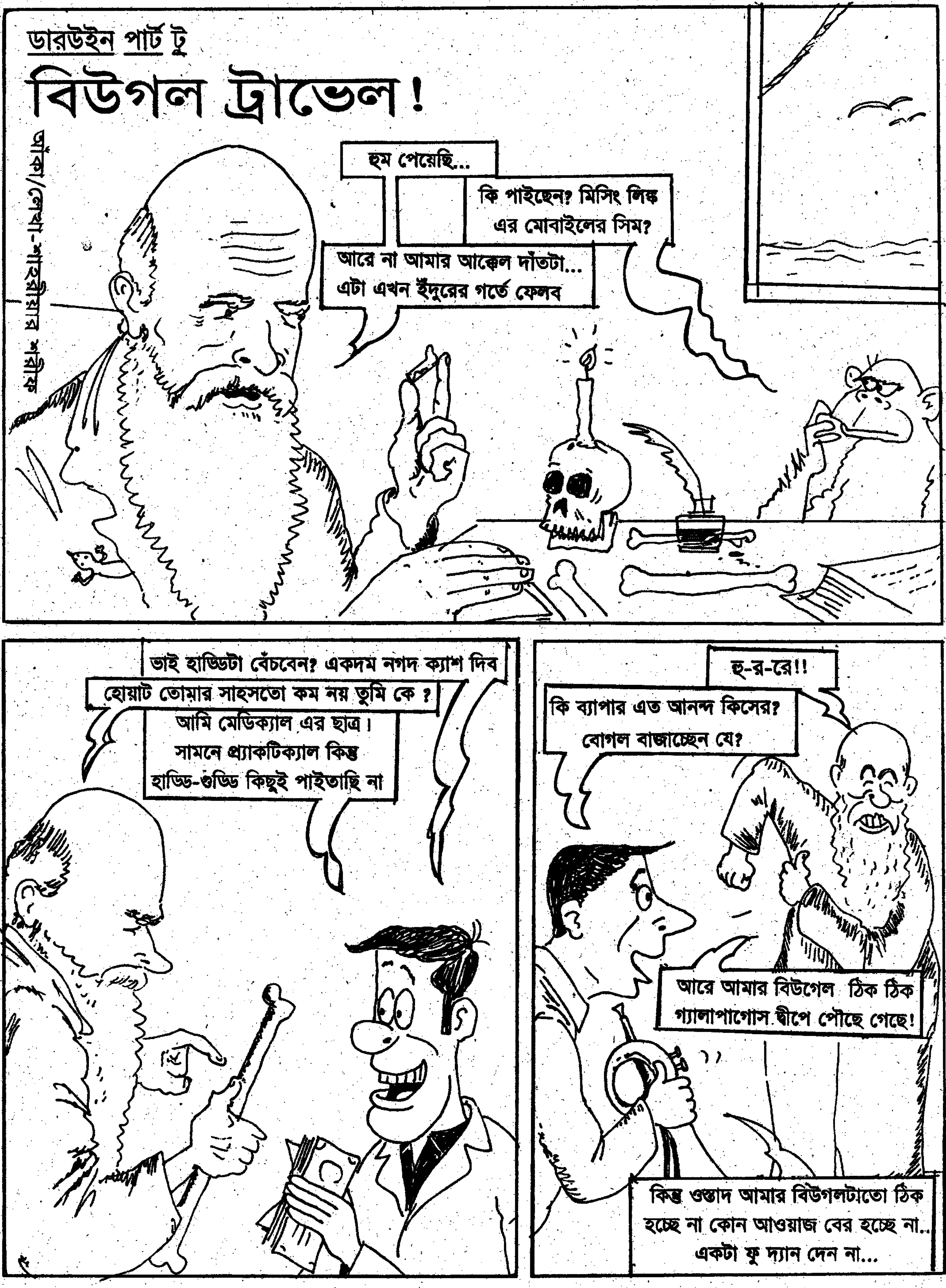
ডারউইন পার্ট টু
বিউগল ট্রাভেল !
আঁকা/লেখা-শাহরীয়ার শরীফ
হুম পেয়েছি...
কি পাইছেন? মিসিং লিঙ্ক এর মোবাইলের সিম?
আরে না আমার আক্কেল দাঁতটা... এটা এখন ইঁদুরের গর্তে ফেলব
ভাই হাড্ডিটা বেঁচবেন? একদম নগদ ক্যাশ দিব
হোয়াট তোমার সাহসতো কম নয় তুমি কে ?
আমি মেডিক্যাল এর ছাত্র। সামনে প্র্যাকটিক্যাল কিন্তু হাড্ডি-গুড্ডি কিছুই পাইতাছি না
হু-র-রে!!
কি ব্যাপার এত আনন্দ কিসের? বোগল বাজাচ্ছেন যে?
আরে আমার বিউগেল ঠিক ঠিক গ্যালাপাগোস দ্বীপে পৌছে গেছে!
কিন্তু ওস্তাদ আমার বিউগলটাতো ঠিক হচ্ছে না কোন আওয়াজ বের হচ্ছে না.. একটা ফু দ্যান দেন না...

ঐতো গ্যালাপাগোস দ্বীপ!
এম.ভি.বিউগল
কিন্তু কার্টুনিস্ট একি করল? দ্বীপে পৌছানোর আগেই বিউগল ডুবিয়ে দিল! ইতিহাস বিকৃত করেছে সে!
ওর দোষ কি? বিউগলের পেছনটা সে দেখে নি! তাই আঁকতে পারে না বলে ডুবিয়ে দিয়েছে!
কিন্তু ডারউইনকে দ্বিপেতো ঠিকই পৌছে দিয়েছে!
গ্যালাপাগোস ফাইভস্টার হোটেল
গ্যালাপাগোস চিং-কাইত হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট
গ্যালাপাগোস ক্যাসিনো
এইতো পেয়েছি ইগুয়েনার দলকে ... সে চিজ...
ওস্তাদ সাটার স্পিডটা ঠিক করছেনতো ?
ওস্তাদ ভিতরে ফিল্ম আছেতো ?
এটা কি ডিজিটাল ক্যামেরা ?
আচ্ছা ডারউইন আধুনিক যুগের ক্যামেরা পেলো কোথায়? এতো অসম্ভব!
আর কোথায় উন্মাদের পাতায় সবই সম্ভব!

একি আপনার সংগৃহিত পোকামাকড় মুখে রাখছেন যে ?
কি করব বোতল বয়াম বদনা সব শেষ...তাই এখন...
ধন্যবাদ নতুন রেকর্ড... 'ফিয়ার এন্ড ফ্যাক্টর' থেকে
FFAR FACTOR
পেয়েছি...ইউরেকা ইউরেকা...!!
এরই ডারউইন কাণ্ড কি পাইছেন ?
মনে হয় কোন দুর্লভ প্রানীর মেরুদন্ডের কশেরুকা
এরই মোতাব্বির হেতে হয় কি ? হেতের মাতামুতা গেছে...
এরই কাণ্ড ইডা 'নাট'
নাট? হোয়াট নাট ??
আরে 'ন বুঝেন মানুষের মাতায় থাকে ছাপ্পান্নডা নাট...একটা খুলি পইড়েছে
কিন্তু কার ?
আর কার উন্মাদের...
এ্যাঁ... তাইতো একটা নাট শর্ট মনে হচ্ছে কই গেল?

আচ্ছা ডারউইন, মানুষ যে বানর থেকে বিবর্তিত এই ধারনা কিভাবে পেলেন? প্রমান কি ?
আমি যে ঠাইল ধরি সেই ঠাইল ভাইঙ্গা পড়ি...
আরে কিসের প্রমান? আজকাল দেখছেন না তরুন সমাজের বাদরামো?
তাতেইতো বোঝা যায়...
ধূৎ যাই বইটা ঠিকমত লিখি...
কি ডারউইন? আপনার 'অরিজিন অব স্পেসিস' বইয়ের কদ্দুর ?
আরে রাখেন আপনার অরিজিন অব স্পেসিস
সেকি! কেন ফেলে দিলে ?
আরে এই জিনিষ উন্মাদ আগেই স্টিকারে বাইর করছে ২০০৮ এর মেলার বাম্পার হিট স্টিকার!
সর্বনাশ আমার এত বছরের গবেষনা সাধনা সব গেল!
আয় যাইগা...

পিলখানায়
সেনা অফিসার হত্যায়
আমরাও গভীরভাবে
শোকাহত।

মগজ ধোলাই

সাজ্জাদ কবীর

আমাদের দেশে তড়িৎ গতিতে যাতায়াত করার মত কিছু জিনিস আছে। তার মানে শুধু বিশ্বের উন্নত দেশ গুলোতে না, আমাদের মত কিছু নাইয়ের দেশেও সেরকম কিছু আছে। নিশ্চয়ই সবার মাথা ঘামতে শুরু করেছে, কী সে বাহন, কী সেই আমাদের মহান সম্পদ। সবাই যে যার নানা রকম ভ্রমনের অভিজ্ঞতার স্মৃতি মস্তিষ্কে খেলিয়ে দেখছেন। ছিপে মাছ খেলিয়ে ডাঙ্গায় তোলার মত আরাকি। চেষ্টায় আছেন সেই ভাবে খেলিয়ে বাহনটার নামটাকে ঘিলু থেকে বের করে আনার। কেউ হয়তো বেশি কষ্টের মধ্যে না গিয়ে ইন্টারনেটের কারেন্ট জালে আটকে ফেলতে।

অত কষ্ট করার দরকার নেই আমিই সেটা বলে দিচ্ছি। এরকম ক্ষমতাবানদের প্রথম সারিতে যার নাম আছে সে হলো তড়িৎ। যাতায়াতের পথটাকে সে এত সুগম করে তুলেছে যে হালে চিনাদের আবিষ্কার করা তিন'শ আশি কিলোমিটার গতির বুলেট ট্রেনকেও হার মানাবে।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন যখন বৃষ্টির দিনে ঘুড়ি উড়িয়েছিলেন তখনই নাকি বিদ্যুত আবিষ্কার হয়। এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে কৃতিত্বটা কার, বেঞ্জামিনের না ঘুড়ি ওড়ানোর অভ্যাসের? এসব কূট প্রশ্ন আমাদের পরিচিত এক চিন্তানায়কের। তিনি নানা প্রকার সমস্যা নিয়ে ভেবে থাকেন, তাঁর চিন্তার ফসল নিয়ে লিখতে গেলে পুরো একটা এনসাইক্লোপেডিয়া হয়ে যাবে। আপাতত তাঁর বিদ্যুত আবিষ্কার বিষয়ক চিন্তা গুলোই এখানে বয়ান করি। একটা কথা বলে রাখি কারো মনে যদি আমাদের দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন আসে তাহলে আপতত চেপে যান। আমাদের চিন্তানায়ক সবে বিদ্যুতের আবিষ্কার বিষয়ে ভেবে হয়রান। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ভাবতে সময় লাগবে। সে বিষয়টা তার মাথায় এখনো ডাউনলোড হয়নি, স্পেসের সমস্যা আছে। তো আপনাদেরকে আবিষ্কার বিষয়ে তাঁর কিছু কূট কিন্তু আপাত গ্রাহ্য সমস্যা শোনাই। তিনি আরও প্রশ্ন তুলেছেন বৃষ্টির দিনে কি ঘুড়ি ওড়ানো সম্ভব? আমরা ছোট বেলায় ঘুড়িতে সুতো বাঁধার সময়ই দেখেছি কোন রকমে একটু পানির ছিটে পড়লে পাতলা কাগজ সাথে সাথে ফাতরা-ফাই, ঘুড়িটার অকাল ইন্তেকাল। আর বেঞ্জামিন মিয়া দিব্যি ঝমঝমা বৃষ্টির মধ্যে ঘুড়ি উড়িয়ে তড়িৎ গতিতে একটা বৈদ্যুতিক ছ্যাকা খেলেন!

তো এই সব বিদ্যুৎ বিষয়ক নানা রকম জটিল প্রশ্নের হিমালয় পর্বতমালা ডিঙ্গিয়ে আমাদের দেশের লোডশেডিং এর মত মামুলি বিষয় নিয়ে ভাববার সময় বোধ হয় তাঁর মেলে না। তবে এটাকে এখন আর লোডশেডিং না বলে অন্য কিছু নাম দেয়া উচিৎ। প্রতি ঘন্টায় একবার করে যাওয়ার যেরকম অসাধারণ নিয়ম চালু হয়েছে যে নতুন আকিকা দেয়াটা বিশেষ জরুরী হয়ে পড়েছে। যেমন এর নাম

দেয়া যেতে পারে লোড-টাইমার, বা টাইম-শেডিং। কেন তা একটা ঘটনা বললেই বুঝতে পারবেন। সেদিন আমি আমাদের বাসার নিচে দাঁড়িয়ে আছি, পাড়ার ছেলেদের সাথে বৈকালিক আড্ডা দিচ্ছি আরকি। সামনের চায়ের টং থেকে মাঝে মাঝে চা আসছে। ফুটপাথে বসে আছে আমাদের সবার পরিচিত এক ভিক্ষুক। এটা তার বাঁধা জায়গা, পাড়ার লোকজন বা বাইরে থেকে যেই এ জায়গা মাড়ায় তার কাছেই সে হাত পাতে। সেখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পাচ্ছি ভিক্ষা চাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু পরপরই ভিক্ষুক বলছে, 'এই বাজলো বিকাল পাঁচটা।'

তার বেশ খানিক পরে আবার বললো, 'এই বাজলো সন্ধ্যা ছয়টা।'

আমি না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি এরকম সময় বলছো কি করে?'

ভিক্ষুক এক গাল হেসে বলে, 'ক্যান একদম সোজা। ঘন্টায় ঘন্টায় কারেন্টের দম জায়গা। আবার ঘন্টা পরে ফিইরা আসে। আমিও হেই হিসাব থেইকা বুঝি কয়টা বাজলো।'

একেবারে সোজা হিসাব, কোন ধানাই-পানাই নেই, এ বিষয়ে অন্তত বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের কোন গাফিলতি দেখা যায় না সাধারণত।

তারপর যাই হোক ওসব সাধারণ পেরেশানির বিষয় নিয়ে যখন কর্তৃপক্ষের ভাববার সময় নেই তখন আপনার আমার মত এলেবেলে লোকের কিই বা করার আছে। বরং এটা নিয়ে একটা ঘটনা বলি।

এক রেস্টুরেন্টের নাম-ডাক হয়েছে আর খাবারের জন্য যত না পরিবেশের জন্য বেশি। ব্যস্ত একটা জায়গায় রেস্টুরেন্ট, কিন্তু তার চারপাশে অনেকটা করে ফাঁকা জায়গা আর সেখানে ফুলের কেয়ারি। দরজা গুলো বিশাল বিশাল, ফলে রেস্টুরেন্টাকে মোটেই বন্ধ মনে হয় না। এটা করার কারণ মাঝে মাঝেই বিদ্যুতের অন্তর্ধান, খোলামেলা থাকলে বাইরের আলো এসে ঘাটতি পূরণ করে। এই রেস্টুরেন্টে কপোত-কপোতি আর তরুণের দলই বেশি, খায়-দায় আর আড্ডা দেয়। প্রথম দিকে কদিন সব ঠিক ঠাকই চলছিলো, মালিক তো বেচাকেনা দেখে মহা খুশি। তার পরিকল্পনা একেবারে শত ভাগ কাজে লেগেছে। কিন্তু মুশকিল হলো কদিন পর, মানে খদ্দেররা যখন আঁটঘাট সব বুঝে গেলো তখন। বিশেষ করে সমস্যা দেখা দিলো রাতের বেলা। যাঁহাতক বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো সাথে সাথে কাস্টমারের, না পিঠ দেখারও সময় পাওয়া যায় না। জেনারেটর চালু করতে করতে দেখা যায় বিশেষ করে দরজার দিকের টেবিল গুলো ভোঁ ভাঁ। একটু আগে যে রেস্টুরেন্ট খদ্দেরের চাপে গমগম করছিলো মুহূর্তে তাদের চাপ কেমন যেন কম কম মনে হবে। কোন টেবিলে ফাঁকা প্লেট, কোন টেবিলে অর্ধভুক্ত খাবারের প্লেট, যে যেমন পেরেছে ভেগে পড়েছে। এমনকি কেউ যাওয়ার সময় চামচ অথবা প্লেট সহ গায়েব। তবে বলা যাচেছ না সেটা কী কারণে। হতে পারে প্লেট, চামচ গুলোর সেকেন্ড হ্যান্ড মূল্য নেহায়েত কম না ভেবে আবার হয়তো আধ খাওয়া খাবারের মায়া ত্যাগ না করতে পেরে প্লেট চামচ সহই প্রস্থান। তবে যেভাবেই হোক লাভ ছাড়া তো আর লোকসান কারো হয়নি, একমাত্র রেস্টুরেন্ট মালিক ছাড়া। অর্ধভুক্তরা ভেবেছে বিনা পয়সায় যা পেলাম তাতেই লাভ, আর পুরো যারা সাঁটাতে পেরেছে তাদের তো কথাই নেই, কারো কারো উপরি তো প্লেট চামচ আছেই। রেস্টুরেন্টের মালিক তাই একটা আই পি এস লাগিয়েছিলো ঝটপট আলোর জন্য। কিন্তু সে পদ্ধতিও কাজে লাগেনি খুব একটা। ঘন্টা মেপে তড়িৎ অন্তর্ধান রহস্যের গ্যাঁড়াকলে আই পি এস চার্জ হওয়ারই সময় পাচ্ছে না।

তা এই যে বিদ্যুতের যাতায়াতে ব্যবসাদারের লোকসান, এ নিয়েও আমাদের সেই চিন্তানায়কের চিন্তার অবকাশ নেই। এমনকি দেশের ভারপ্রাপ্ত এবং বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক দপ্তরও এ নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি না। তাদের মাথা অবশ্য এমনিতেই ঘামে না, ঘরের কোনে ঝিকঝিক শব্দে কুলার মেশিন। বুঝতেই পারছেন মাথা যদি নাই ঘামে তা হলে আর ওসব চিন্তার কথা আসবে কোথা থেকে। শুধু চিঁ চিঁ করে এক ব্যবসাদার বলেছিলো ট্যাক্স আর ভ্যাটের বেলায় কর্তৃপক্ষ পেয়াদার হাতে সমন ধরিয়েই রেখে দেয়। অথচ এসব দিতে হলে যে ব্যবসাটাকে চালু রাখতে হবে, আর

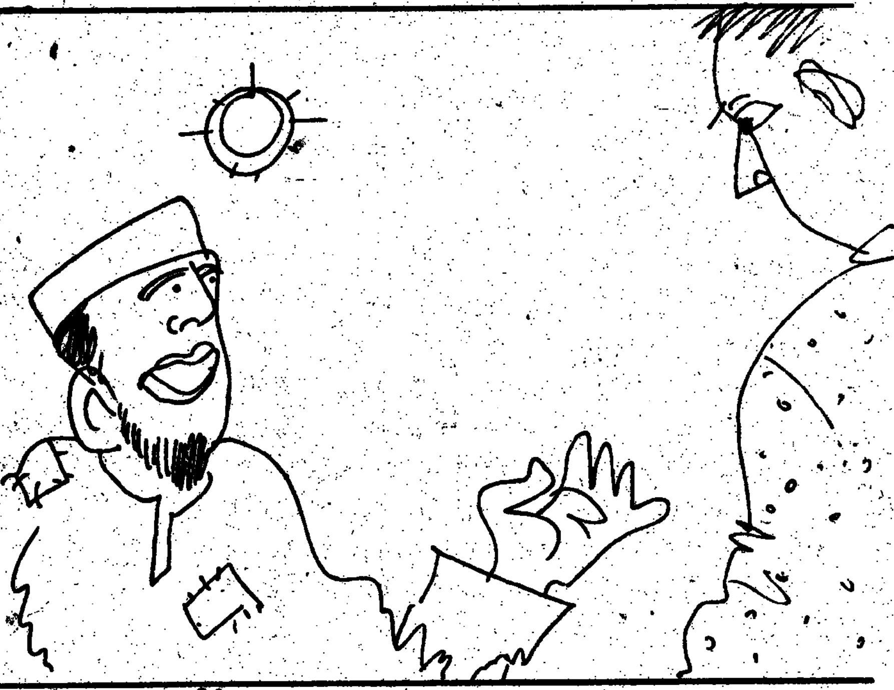

'আরে ভাই বলবেন না, আমি গিয়েছি একটা ফাস্ট-ফুডের দোকানে। একটা বার্গার খেয়ে সবে একটা কোল্ড ড্রিংসের বোতল হাতে নিয়েছি। মুখটা খুলে স্ট্রটা ঢোকাবে, ঝুপ করে বিদ্যুৎ লোপাট। তারপর যত স্ট্র মুখে দিয়ে টানি দেখি স্বাদ অন্য রকম। এর মধ্যে দ্রুত বিদ্যুৎ চলে এলো, আর তখনই আবিষ্কার করলাম যে আমার পাশের ভদ্রলোকের লচ্ছির গেলাস ফাঁকা, আর আমার ড্রিংসের বোতল যেমন ছিলো তেমনই আছে। ওদিকে লাচ্ছির ভদ্রলোক চেঁচামেচি করছে, - ঐ মিয়া কতটুকু লাচ্ছি দিলা, দুই চমুক দিলাম কী দিল্লাম না শেষ হয়ে গেলো। দোকান মালিকও কিছু বুঝতে পারছে না, ঘটনা কোথায় প্যাঁচ খেয়েছে। আসল খবর তো জানি আমি, তার ঝুঁটো মালতো আমার পেটে। এখন কী হবে কে জানে।'

সেটার জন্য যে বিদ্যুত না হলেই চলে না, সে কথা আর মনে থাকে না। ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ ওসব কথা কানে তুলতে রাজি না, তারা বলে বিদ্যুতের কথা ওই কর্তৃপক্ষকে জানাবেন, তারা বিদ্যুৎ দিতে গাফিলতি করে, কিন্তু আমাদের দেখেছেন সমন জারি করতে কখনো গড়িমসি করি। মহামান্য বিদ্যুত মহাশয়কে যে ফাঁকিবাজ স্কুল পড়ুয়া ছাত্রের ঘন ঘন টয়লেটে গমনের মত অদৃশ্য না হয়ে কিঞ্চিত স্থির মতির আচরণ করতে হবে সে কথা কে বলে। ওটার নিশ্চয়তা নিয়ে ভাবার অবকাশ কেন নেই সে কথা শুরুতেই বলেছি।

তো তাদের ভাবার সময় না থাক, কারো কারো তো না ভেবে উপায় নেই। আমার এক পরিচিত লোক জানালো বিশাল ঝামেলায় পড়েছে সে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ধরণের ঝামেলা?'

'আমি এক ছোঁয়াচে রোগের আতঙ্কে আছি।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'সে আবার কেমন?'

'আরে এক লোকের ঝুঁটো খেয়ে ফেলেছি।'

'তো তাতে হলো কী?'

'আরে ভাই তার তো থাইরয়েডের সমস্যা।'

'তাই নাকি! কিন্তু ঘটলো কী করে ঘটনাটা?'

'আর বলবেন না এর জন্য দায়ী বিদ্যুৎ।'

আমি পুনরায় পানিতে পড়লাম। বহু কষ্টে সাওয়াল-জবাবের পর একটু কিনারার দিকে তরী ভিড়াচ্ছিলাম, কিন্তু আবার কী একটা বলে সলিল-সমাধী, থুক্কু সলিল-হাবুডুবু খাওয়াতে শুরু করলো। বললাম, 'আসল ঘটনাটা এবারে খুলে বলেন তো। অনেক্ষণ ধরে কোল্ড ড্রিংসের বোতলের মুখ খোলার মত ফুস-ফাস করছেন এবারে আসল মাল ঝাড়ুন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তার যে থাইরয়েডের সমস্যা তা আপনি বুঝলেন কিভাবে?'

তিনি বিজ্ঞের সাথে বললেন, 'থাইরয়েডের রুগির চেহারা দেখলেই আমি বুঝতে পারি, আমার আত্মিয়-স্বজন কয়েক জনের আছে তো।'

এই ধরণের সমস্যার কথা আমি আপনাদেরকে বললাম। বড় বড় চিন্তা-নায়কদের তো আর বলা যায় না। তারা আদি চিন্তাই শেষ করতে পারছে না।

তা এই সব চিন্তানায়কদের সাথে অনেক ভবিষ্যত বক্তাও আছেন, আর সেই সাথে যোগ দিয়েছেন জ্যোতিষ মহারাজের দল। তাঁদের কেউ কেউ নাকি বলেছেন মূল দোষ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের। কেন, কেন! না তিনিই তো তড়িতেশ্বরকে ক্ষুব্ধ করেছেন। কিভাবে? না গ্রীক পুরানে তো অনেক বিষয়ের দেবতা, তা তাতে কি আর বিদ্যুতের দেবতা খুঁজলে পাওয়া যাবে না, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তা সেই তড়িতেশ্বর ছিলেন স্বর্গে, তাঁকে ঘুড়ির সুতোয় করে মর্তে নামিয়ে এনে যারপর নাই অপমান করা হয়েছে। আর তিনি তাই আমাদের সাথে এরকম আচরণ করছেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তা উন্নত দেশে তড়িতেশ্বর নেই? সেখানে তিনি খেলা দেখান না কেন? বোধ হয় নেই, কারণ ঈশ্বর তো শুনি গরিবের বন্ধু তাই তাদের কাছাকাছিই থাকেন।

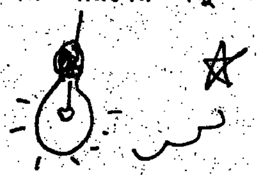

ঢাকা শহরে রাস্তাঘাটে ছেলেদের প্রকাশ্যে টয়লেট করা (ছোটটা) যেন এক নিত্য দৃশ্য। এর থেকে মুক্তির উপায় কি ? এটা নিয়ে যাদের ভাবা উচিৎ তারা ভাবছেন না বিধায় আমরা কিছু উন্মাদীয় প্রস্তাব করলাম। (তবে এই সমস্যাটির আসু সুসমাধান হওয়া উচিৎ বলেই আমরা মনে করি।)

ছোট্ট কাজের বিকল্প বুদ্ধি
ছোট্ট কাজের বিকল্প বুদ্ধি
ছোট কাজের বিকল্প বুদ্ধি

কার্টুন ০ শাহরীয়ার শরীফ

ক্যামোফ্লেজ পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে ফুটপাতের পাশের দেয়ালে রংয়ের কাজ হচ্ছে বা দেয়াল মেরামত হচ্ছে যার জন্য দেয়ার ভেজানো বা রং করার লোকজনের সঙ্গে ক্যামোফ্লেজ হয়ে কাজ সারতে হবে।

মিনি টয়লেট পদ্ধতিঃ
এ পদ্ধতিতে ফুটপাতের পাশে ছোট ছোট মিনি টয়লেট থাকতে
পারে। (নিচের ছবি দ্রষ্টব্য)
ফুটপাত
পথচারী
মিনি টয়লেট (ইনসেটে ডিটেইলস)

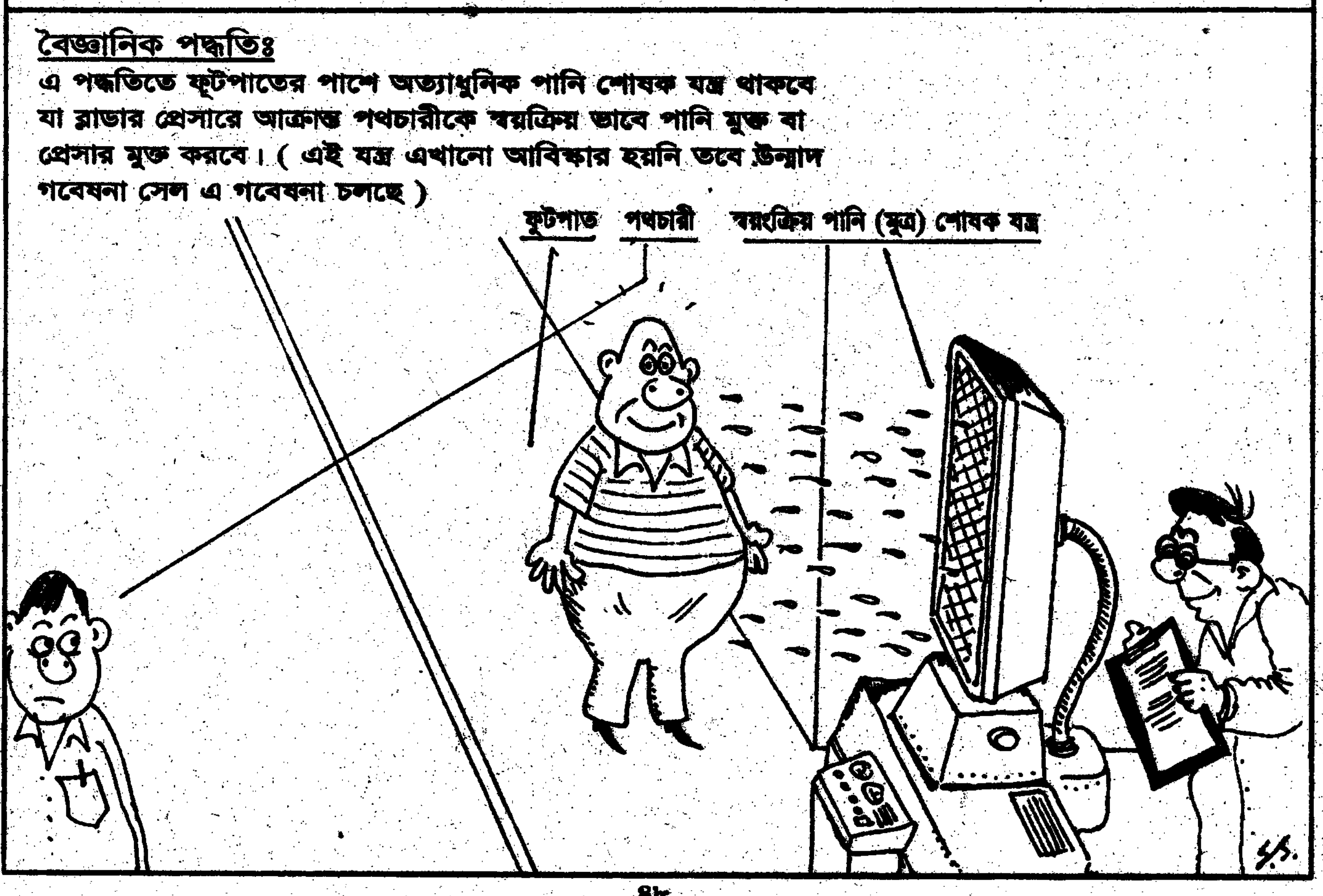
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিঃ
এ পদ্ধতিতে ফুটপাতের পাশে অত্যাধুনিক পানি শোষক যন্ত্র থাকবে
যা ব্লাডার প্রেসারে আক্রান্ত পথচারীকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পানি মুক্ত বা
প্রেসার মুক্ত করবে। (এই যন্ত্র এখানো আবিষ্কার হয়নি তবে উন্মাদ
গবেষনা সেল এ গবেষনা চলছে)
ফুটপাত
পথচারী
স্বয়ংক্রিয় পানি (মুত্র) শোষক যন্ত্র

ঝোপ পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে ফুটপাতের পাশে পাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে ঝোপ থাকবে। সেই ঝোপের মধ্যে দাড়িয়ে, ঝোপে ওয়াসার দায়িত্ব পালন করা যেতে পার।

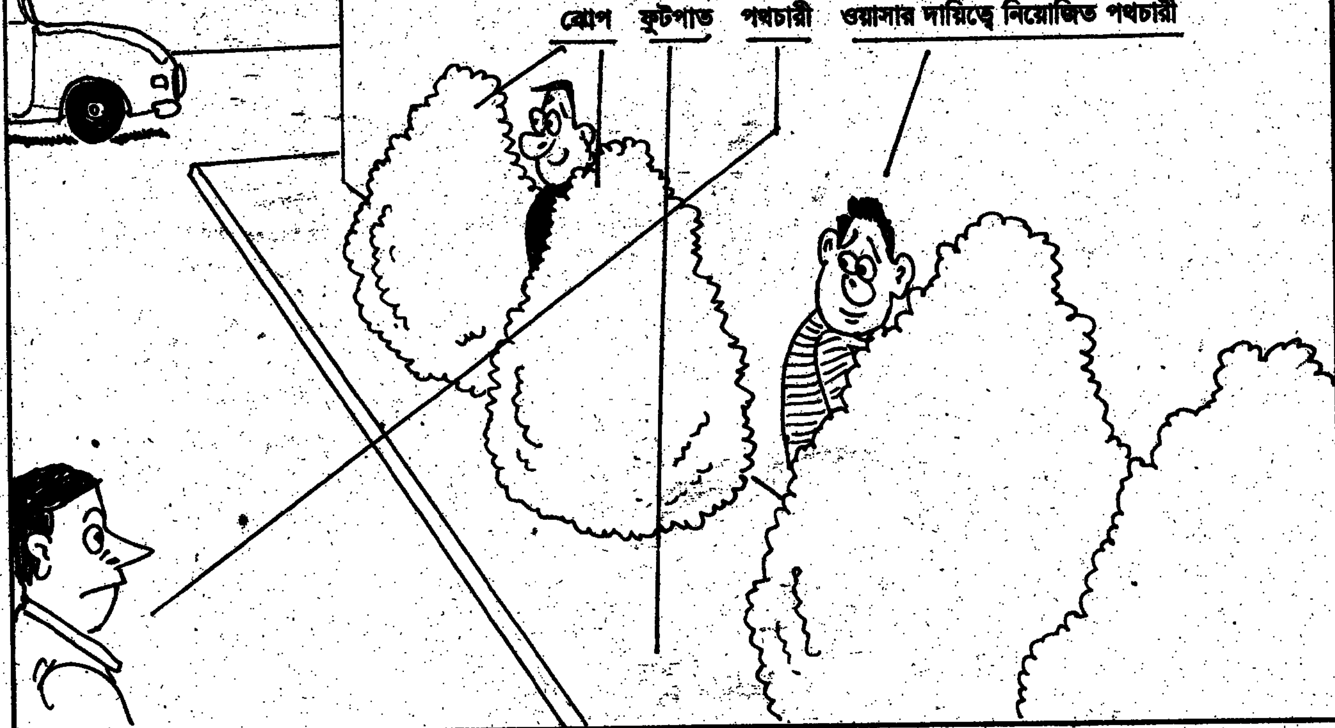

শারমেয় চর্ম পদ্ধতিঃ

এ পদ্ধতিতে ফুটপাতের পাশে ঝুলানো থাকবে কুকুরের চামড়া। ঐ চামড়া গায়ে দিয়ে কাজটি সারা যেতে পারে। কারণ কুকুররাই এই কাজটি প্রকাশ্যে করে কাজেই কুকুরের ছদ্মবেশ নেয়া যেতে পারে।

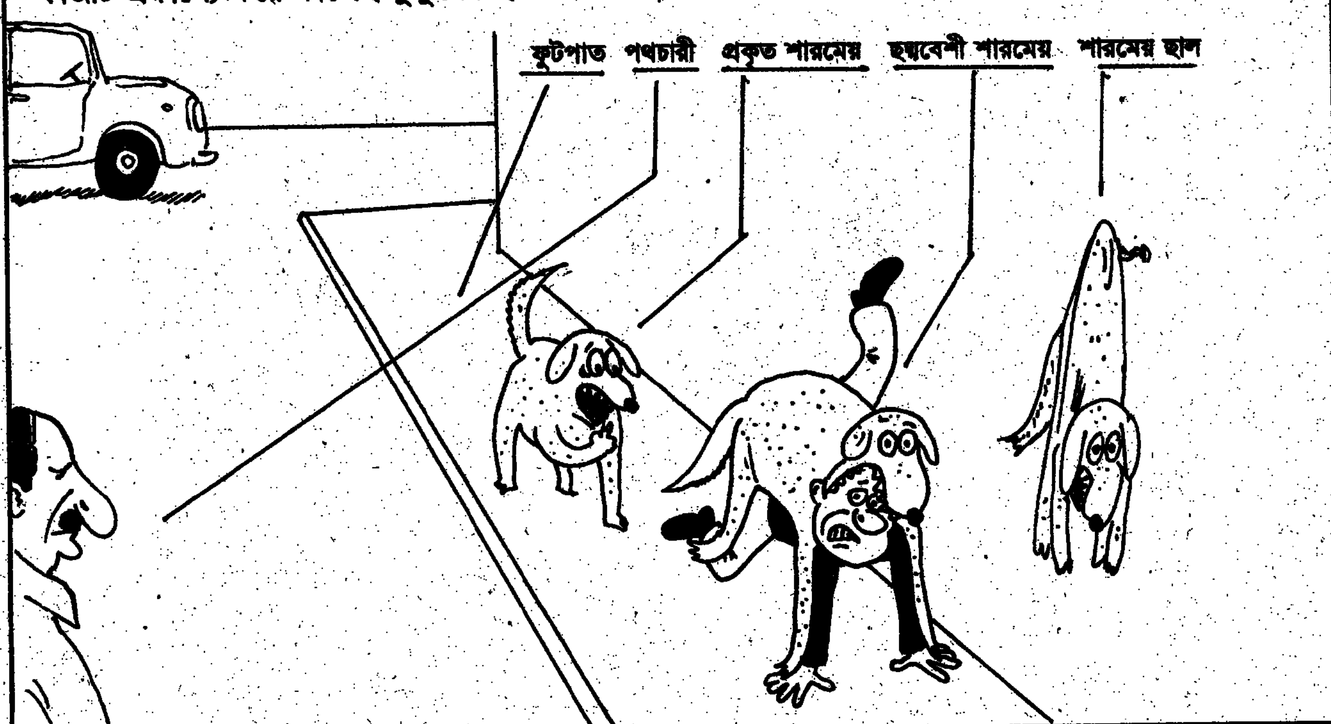

সুখ নাইরে পাগল!
MEHEDI.'09

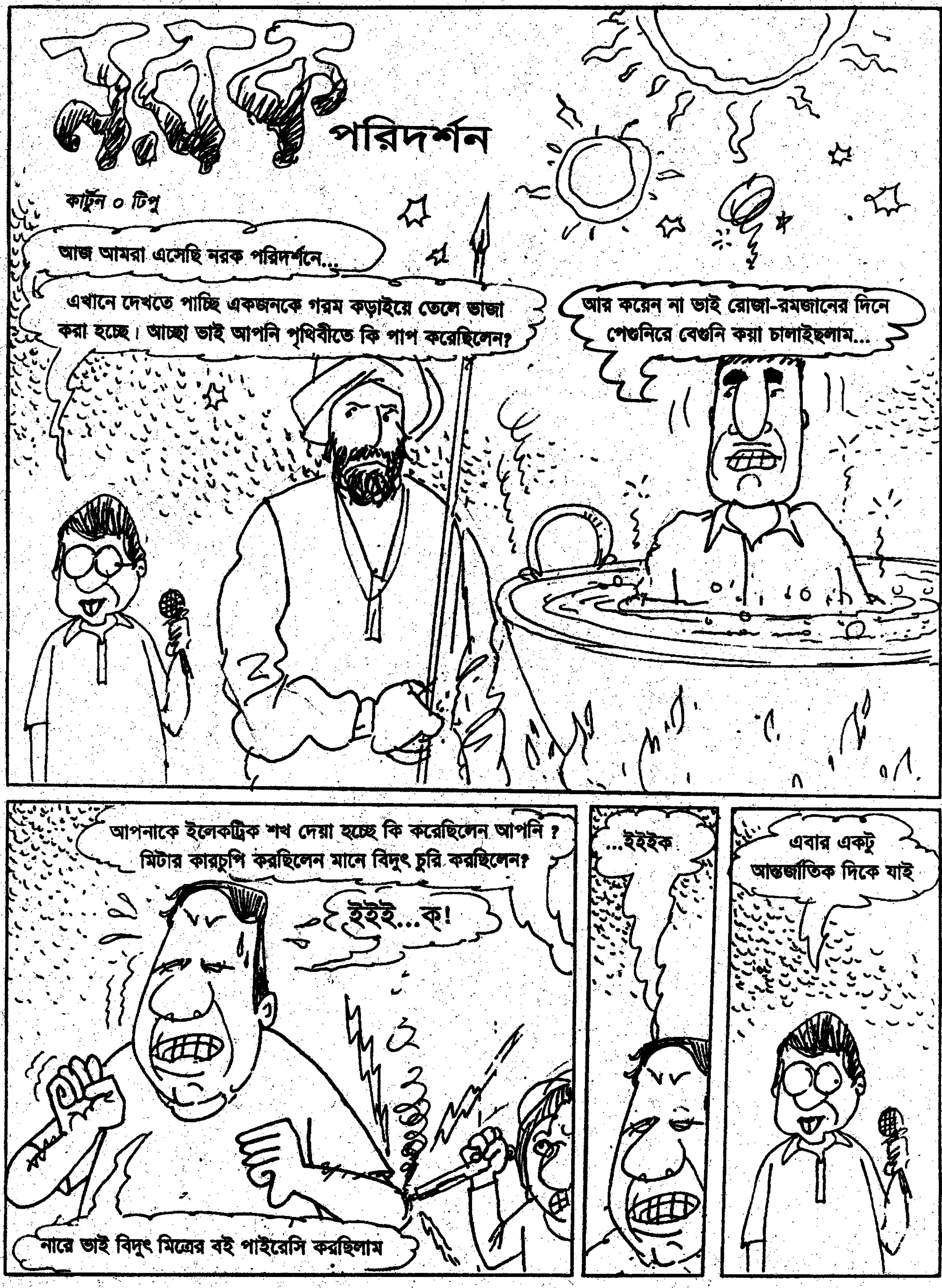
নরক পরিদর্শন
কার্টুন ০ টিপু
আজ আমরা এসেছি নরক পরিদর্শনে...
এখানে দেখতে পাচ্ছি একজনকে গরম কড়াইয়ে তেলে ভাজা করা হচ্ছে। আচ্ছা ভাই আপনি পৃথিবীতে কি পাপ করেছিলেন?
আর করেন না ভাই রোজা-রমজানের দিনে পেশুনিরে বেগুনি কয়া চালাইছলাম...
আপনাকে ইলেকট্রিক শখ দেয়া হচ্ছে কি করেছিলেন আপনি ? মিটার কারচুপি করছিলেন মানে বিদ্যুৎ চুরি করছিলেন?
ইইই...ক!
নারে ভাই বিদ্যুৎ মিত্রের বই পাইরেসি করছিলাম
...ইইইক
এবার একটু আন্তর্জাতিক দিকে যাই

আরে কুখ্যাত হিটলার দেখছি... কিন্তু সাজা কোথায়!! তিনিতো দেখছি সুন্দরী রমনী নিয়ে ভালই আছেন
আরে এখানে সাজাটা ঐ মহিলার, হিটলারের না।
একি! এখানে দেখছি একজন বিষাক্ত সর্পজালে আটকা পড়েছেন...কি পাপ করেছিলেন? সাপতো দেখছি আপনাকে জিলিপির প্যাঁচ দিয়ে ধরেছে...
হরে ভাই ভেজাল জিলাপি খাওয়াই কত পাবলিকরে স্বর্গে পাঠাইছি আমি এখন নরকে...ইইই(কান্না)
এখানে আরেকজন সৌভাগ্যবানকে দেখছি। বেশ ভালই আছেন তিনি ! নরকে বসে গরম কফি খাচ্ছেন...
কিসের ভাল? আমি এখন দশমিনিটের কফি ব্রেকে আছি এরপর ...ইইই(কান্না)
এরপর?
এরপর ইয়ের (স্লামডগের জামাল যেখানে ডাইভ দিয়েছিল) সাগরে ডুব দিয়ে থাকতে হবে টানা দশ বছর...ইইই(কান্না)
কি ভাই আপনি দেখছি কন্টক সিংহাসনে বসে আছেন। নিশ্চয়ই পৃথিবীতে গদিতে বসে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন?
আরে নারে ভাই আমি ছিলাম পাইলস রোগের দুই নম্বর চিকিৎসক। পাবলিকের বহু ট্যাকা মারছি...তাই এখন আমার এই শাস্তি...উউউ...বাবারে...!!!

একি আপনার কি শাস্তি ?
বুঝেন না কি শাস্তি....
উউফফ...ফফ আর পারি না
কি পাপ করছিলেন?
পাবলিক টয়লেট ব্যবহার না কইরা রাস্তাঘাটে কাম সারতাম...তার সাজা...উউফফফ...ফফ।
নাহ এবার পৃথিবীতে ফিরে যাই...
কিসের ফেরা? মানুষকে হাসানোর নামে কাঁদিয়েছ তার সাজা নিতে হবে
ওকে ঐ রুমে নিয়ে চুবাও ওর প্রিয় জায়গায়!!
পরিদর্শন এখানেই ...
5.3.05

লোড শেডিং থেকে বাঁচার
উন্মাদী উপায়

০ বাসার আশেপাশের গাছ গাছালিতে প্রচুর পরিমানে জোনাক পোকার চাষ করুন। তারপর তাদের ট্রেনিং দিন, যেন কারেন্ট যাওয়া মাত্র জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে ঘর আলোকিত করে।

০ প্রচুর কেঁচো যোগাড় করুন যাদের গায়ে ফসফরাস লেগে আছে তারপর স্কসটেপ দিয়ে অন্ধকার ঘরের আনাচে কানাচে লাগিয়ে রাখুন। ফসফরাসের আলোয় ঘর আলোকিত হয়ে উঠবে

০ কিংবা রেডিয়াম সংযুক্ত তজবী, ঘড়ি এসব ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখতে পারেন।

০ বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মত স্বউদ্যোগে সরাসরি আকাশ থেকে মেঘলা দিনে ঘুড়ি উড়িয়ে বিদ্যুৎ সংগ্রহের আপ্রান চেষ্টা করুন। তারপর সেই বিদ্যুৎকে কাজে লাগান।

০ বিদুৎ মিত্রের বই থেকেও চেষ্টা করা যেতে পারে।

০ বাসার এ্যাকুইরিয়ামে ঈল ফিশের চাষ করুন। সেখান থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

০ বাতিল নষ্ট মোবাইলের চার্জার সংগ্রহ করুন সেখান থেকে অবশিষ্ঠ বিদুৎ চার্জ সংগ্রহ করা যেতে পারে!

০ চেষ্টা করে রাত কানা রোগে আক্রান্ত হোন। তারপর লোডশেডিংয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

০ ঘরে বেশি বেশি খেলে বিড়াল পালুন, কারন বিড়াল.অন্ধকারেও তাদের বিশেষ চোখের কারণে দিব্যি দেখতে পারে। তাদের ট্রেনিং দিন এবং তাদের সাহায্য নিয়ে ঘরের কাজকর্ম করুন।

০ উন্মাদের বিশেষ লোড-শেডিং সংখ্যাটি কিনুন এবং সেখানকার অনেক গবেষনামূলক ফিচার থেকে বুদ্ধি পরামর্শ নিন। অবশ্য সেই সংখ্যাটি এখনো বের হয় নি। লোড শেডিংয়ের কারণে সেই সংখ্যার কাজ করা যাচ্ছে না। তারপরও আপনারা আশা ছাড়বেন না। হয়ত একদিন বের হবে কে জানে!